প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর

প্রকাশকাল
২০১৬

প্রকাশনা
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

সম্পাদনা পরিষদ
বেগম খালেদা পারভীন
অতিরিক্ত সচিব

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহ্‌ সগিরুল ইসলাম
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি,
যুগ্মসচিব (পূঃ উঃ)

মাহ্‌ফুজা আখতার
যুগ্মসচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ মাহবুবুর রহমান
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ
ডিজাইনা এডভারটাইজিং
৪৩১/১/এ, পূর্ব গোরান, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ চৈত্র ১৪২২
১৩ এপ্রিল ২০১৬

বাণী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের কার্যক্রমের সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ে তিনি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করা হয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পুরোধাশক্তি সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে আরও সুসংহত, সম্প্রসারিত ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত করার সময়োচিত পদক্ষেপ ছিল এটি।

সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী করার জন্য আমরা প্রতিরক্ষা নীতিমালার আওতায় 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' নির্ধারণ করে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। প্রথাগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে শান্তি, সহযোগিতা ও অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকাকে অধিকতর ফলপ্রসু করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের ১৯৯৬-২০০১ এবং বর্তমান মেয়াদে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমাণ্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, এমআইএসটিসহ অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট ও রামুতে দুটি ডিভিশন এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বিমান বাহিনীর জন্য অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে কক্সবাজারে স্থাপন করা হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি। নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধাস্ত্র। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে অটো রাইফেল, কার্তুজ ও হ্যান্ড গ্রেনেড। আন্তর্জাতিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ব সমাজে আজ প্রশংসিত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য আন্তঃবাহিনী ও বেসামরিক দপ্তর/সংস্থাও ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা সিএমএইচ-এর অবকাঠামো বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে বোনম্যারো প্রতিস্থাপনসহ অন্যান্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রদানের। জরিপ অধিদপ্তর প্রণয়ন করেছে ডিজিটাল টপোগ্রাফিক মানচিত্র। স্পারসোর উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ আমাদের সমুদ্র বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের নিউমেরিক্যাল ওয়েদার প্রেডিকশন পদ্ধতিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার অবস্থা ও পূর্বাভাস প্রদান করছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বেসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন এবং সামরিক ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের আধুনিকীকরণ আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্যোগকে আরও সুদৃঢ় ও গতিশীল করবে।

উন্নয়ন ও অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রতিবেদনে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অগ্রগতি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংযুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সূচি

অধ্যায় ১	১.০	**পটভূমি**
	১.১	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
	১.২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি
	১.৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো
	১.৪	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহ
	১.৫	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন
	১.৬	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট
অধ্যায় ২	২.০	**মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও অগ্রগতি**
	২.১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
	২.২	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
	২.৩	বাংলাদেশ নৌবাহিনী
	২.৪	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
	২.৫	সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
	২.৬	ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
	২.৭	ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ
	২.৮	মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
	২.৯	আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ
	২.১০	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা
	২.১১	আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ
	২.১২	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড
	২.১৩	প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর
	২.১৪	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
	২.১৫	আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর
	২.১৬	ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ
	২.১৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর
	২.১৮	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
	২.১৯	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান
	২.২০	বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
	২.২১	সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর
	২.২২	গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর
	২.২৩	কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স
	২.২৪	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
	২.২৫	মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি
	২.২৬	মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস
অধ্যায় ৩	৩.০	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি**
	৩.১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি
	৩.২	বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ
	৩.৩	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ
অধ্যায় ৪	৪.০	**উপসংহার**

অধ্যায় ১

১.০ পটভূমি

স্বাধীনতাত্তোর নবগঠিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে এর কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের প্রথম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালে মন্ত্রণালয়টি হাইকোর্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৪টি সংস্থা/দপ্তরকে মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা হয়। ১৯৭৬ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন অধিদপ্তরকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতা-বহির্ভূত করে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় একটি পৃথক বিভাগ- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। ১৯৯৩ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হাইকোর্ট ভবন থেকে শের-ই-বাংলা নগরের (গণভবন কমপ্লেক্স) বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ/মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট দুটি শাখা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নবগঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা (প্রকৌশল উপদেষ্টা ও আইসিটি সেলসহ) এবং ২৩ টি শাখা (পরিকল্পনা কোষ, হিসাব কোষ ও ইঞ্জিনিয়ার সেলসহ) রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ২৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সময়োপযোগী কর্ম-উদ্যোগ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

১.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সহাবস্থান রক্ষা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যেমন:

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা;

খ. একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সশস্ত্রবাহিনীতে সক্ষম ও উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা; আধুনিক জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরি কুশলতায় সমৃদ্ধ এই মানবসম্পদকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা;

গ. অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা লাভ;

ঘ. একটি উন্নততর, সুখী ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রশংসনীয় অবদান রাখা।

১.২ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তরসমূহ সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:

১. বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা;

২. জাতীয় জরুরি অবস্থা/যুদ্ধ ঘোষণাকালীন সময় প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সমবেত করার ব্যবস্থা করা ব্যতীত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও বাংলাদেশের যে কোন সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত বা পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে নিয়োজিত থাকাকালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের কার্যাবলি সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা;

৩. সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মসমূহ;

৪. সাইফার দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ;

৫. যুদ্ধরতদের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং জেনেভা কনভেনশনসমূহ যতদূর সম্ভব কার্যকর;

৬. মন্ত্রণালয়ের অধীন বাহিনীসমূহের বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার ও ভূষণ প্রদান;

৭. সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস;

৮. আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ;

৯. সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের দণ্ড মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম ইত্যাদি;

১০. জাতীয় কর্মবিভাগসমূহ এবং বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি);

১১. ক্যাডেট কলেজ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

১২. মহাকাশ গবেষণা ও দূর-অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো) সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

১৩. প্রতিরক্ষা হিসাব থেকে ব্যয় নির্বাহকৃত বেসামরিক কর্মবিভাগসমূহ;

১৪. জলভাগ সম্পর্কিত জরিপ এবং নৌপথ সংক্রান্ত মানচিত্র প্রণয়ন (বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগের জরিপ ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের মানচিত্র প্রণয়ন ব্যতীত);

১৫. বাংলাদেশ জরিপ;

১৬. সশস্ত্র বাহিনীর বাজেট, আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ বিষয়সমূহ;

১৭. আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮. এ মন্ত্রণালয়ের অধঃস্তন দপ্তর এবং সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;

১৯. আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়;

২০. এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন;

২১. এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;

২২. আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত ফি।

১.৩ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো

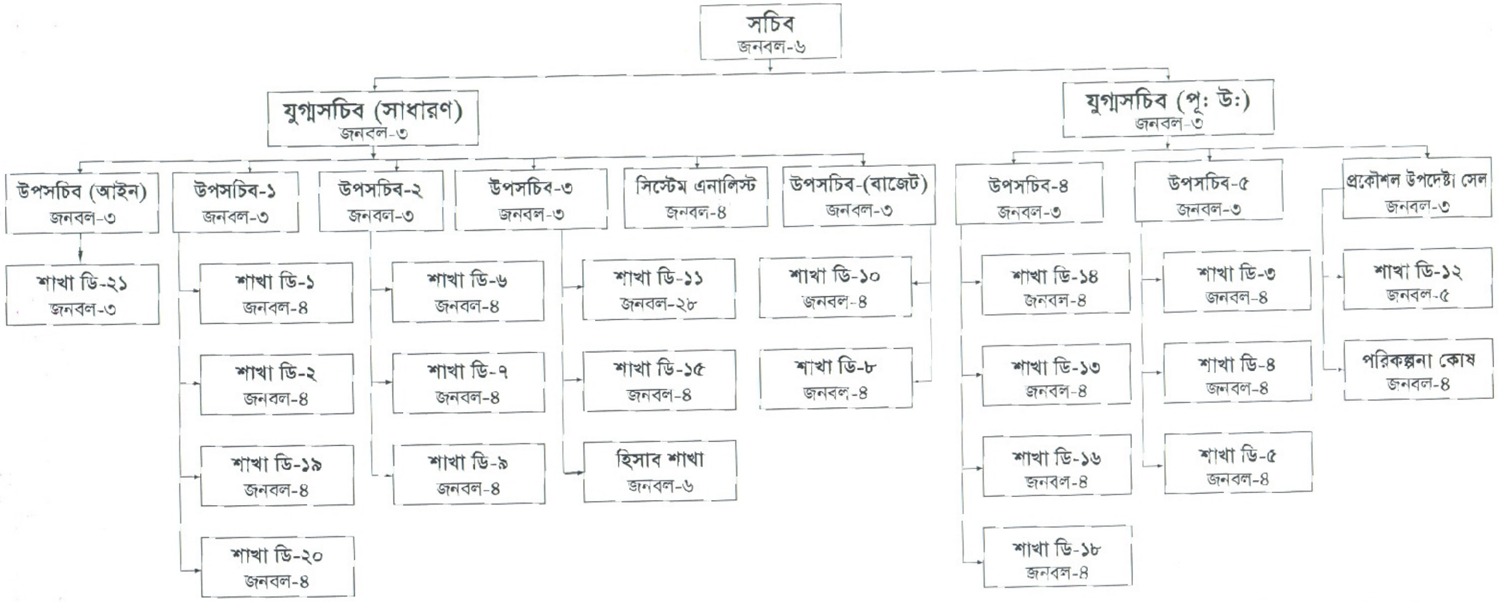

অনুমোদিত যানবাহন, অফিস সরঞ্জাম এবং বিবিধ	
পরিবহন :	৩ x কার ৩ x মাইক্রোবাস ২ x স্টাফ বাস ২ x মটরসাইকেল
অফিস সরঞ্জাম :	৫ x শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ৩ x ফটোকপিয়ার ৬৩ x কম্পিউটার ১ x কনফারেন্স সিস্টেম ১ x মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর ২ x ফ্যাক্স মেশিন ১ x পিএবিএক্স সিস্টেম

জনবল	
প্রথম শ্রেণী	৩৮
দ্বিতীয় শ্রেণী	৩৭
তৃতীয় শ্রেণী	৩৭
চতুর্থ শ্রেণী	৪২
সর্বমোট=	১৫৪

প্রথম শ্রেণী	
পদের নাম	সংখ্যা
সচিব	১
যুগ্মসচিব	২
প্রকৌশল উপদেষ্টা	১
উপসচিব	৭
সিসটেম এনালিস্ট	১
এ্যাসিসটেন্ট প্রোগামার	১
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	২০
সচিবের একান্ত সচিব	১
সিনিয়র সহকারী প্রধান	১
গবেষণা কর্মকর্তা	১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
লাইব্রেরিয়ান	১
মোট=	৩৮

১.৪ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এ-ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। যে কোন ধরনের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জাতি গঠনে সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী: তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও নাবিকগণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে ১৭ জন কর্মকর্তা, ৪১৭ জন নৌসেনা এবং ২টি পেট্রোল ক্রাফট নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার রক্ষক। এ-ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং নৌপথে বা সমুদ্রপথে মাদক পাচার রোধ ও চোরাচালান রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী: মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কয়েকটি সামরিক ও বেসামরিক বিমান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। আকাশপথে হামলা মোকাবিলা বিমান বাহিনীর প্রধান কাজ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার সহায়তা প্রদান করে।

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর (ডিজিএমএস): সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরত সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবার ও অন্যান্য প্রাধিকারভুক্ত ব্যক্তিকে মানসম্মত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা এই মহাপরিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য। এ-ছাড়াও মহাপরিদপ্তরের অধীন ৪টি আন্তঃবাহিনী ইউনিটের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক হাসপাতালগুলির প্রশাসনিক ও পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবায় এই মহাপরিদপ্তর অবদান রাখছে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি): ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিএসসিএসসি-তে ১৯৯৯ সালে এনডিসি-র প্রথম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সশস্ত্রবাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক সমরবিদ্যা শিক্ষা প্রদান এ কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের সামরিক ও বেসামরিক এবং বিদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণ এখানে উচ্চতর পেশাগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অর্জন করেন। বর্তমানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে তিনটি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি): ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) সশস্ত্রবাহিনীর একটি প্রধান সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কলেজে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর নির্বাচিত মধ্যপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ পেশাগত সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদেশের সামরিক কর্মকর্তাগণও এখানে অধ্যয়ন করেন।

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি): কারিগরি ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীর অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৯৮ সালে এমআইএসটি যাত্রা শুরু করে। মিরপুর সেনানিবাসে অবস্থিত এ ইনস্টিটিউটে ১৯৯৯ সাল থেকে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিজ্ঞানে সময়োপযোগী করাই এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস): মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সেবাদানকারী সংগঠনসমূহের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সমুহের জন্য স্বল্পতম সময়ে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ন্যূনতম ব্যয়ে ভৌত অবকাঠামো ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন, স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব। এছাড়া দিবা-রাত্রি সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ ইত্যাদি দৈনন্দিন জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় কাজসমূহ এ সংস্থা সম্পন্ন করে থাকে। জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ভৌত ও অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজও এমইএস বাস্তবায়ন করে থাকে।

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (এএফএমসি): ১৯৯৯ সালে ৫৬ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ। আর্মি মেডিকেল কোরে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামরিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে এই কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই): সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের প্রধান চিকিৎসা ইনস্টিটিউট হচ্ছে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট। স্বাধীনতার পরপরই সশস্ত্রবাহিনীর সকল স্তরে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই ইনস্টিটিউটটিকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর, ডেন্টাল কোর, আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য প্যারামেডিক্সের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে এএফএমআই। এ ইনস্টিটিউট রোগ-গবেষণা, ঔষধ ব্যবস্থাপনাসহ রোগতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়েও গবেষণা করে।

আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি (এএফআইপি): আর্মি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি হিসাবে ১৯৫১ সালে এএফআইপি-র যাত্রা শুরু হয়। আর্মি মেডিকেল কোরের অফিসারদের জন্য নিয়মিতভাবে প্যাথোলজি বিষয়ক বিশেষায়িত কোর্সসমূহের আয়োজন, তাঁদের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি এবং সশস্ত্রবাহিনীকে প্যাথোলজিক্যাল পরিষেবা প্রদান এ ইনস্টিটিউটের প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ): বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা একটি প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে এটি গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এই কারখানায় হালকা ও ছোট আকারের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা পাঁচটি শাখা-কারখানায় বিভক্ত।

আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি): সশস্ত্রবাহিনীতে যোগ্য কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে আর্মি সিলেকশন বোর্ডকে পুনর্বিন্যাস করে ১৯৭৪ সালে আইএসএসবি বা আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ গঠিত হয়। সশস্ত্রবাহিনীর জন্য যোগ্য ও সম্ভাবনাময় কর্মকর্তা নির্বাচন এই পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড (বিএএসবি): সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সদস্যদের কল্যাণার্থে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে 'সোলজারস, সেইলরস অ্যান্ড এয়ারম্যানস বোর্ড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংস্থা 'বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড' নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা বিএএসবি সদর দপ্তর বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা ডিএএসবিসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ডিএএসবি অফিস চালু আছে এবং আরও ১০টি জেলায় ডিএএসবির অফিস প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কর্মরত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মানবিক কারণে/স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতির পক্ষে সত্যতা যাচাই, প্রাক্তন সদস্যদের/পোষ্যদের পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রাক্তন সদস্যদের চাকরিতে পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করা।

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর (ডিজিডিপি): প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর সশস্ত্রবাহিনীসহ বিভিন্ন আন্তঃবাহিনী সংস্থার ক্রয়-কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশ-বিদেশ থেকে সকল প্রকার প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব এ সংস্থার। প্রতিরক্ষা ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ মহাপরিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই): জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে ডিজিএফআই প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা। সংস্থায় একজন মহাপরিচালক ও সাতজন পরিচালক রয়েছেন। সরকারকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এর অন্যতম দায়িত্ব।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর): গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ও জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের প্রকৃত ভাবমূর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর। সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে কার্যকর ও সঠিক তথ্য বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে তুলে ধরা, বাহিনীসমূহের তথ্য প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রচনা, চিত্র, প্রতিবেদন নিরীক্ষা ও ছাড়পত্র প্রদানসহ সাময়িক তথ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা এ পরিদপ্তরের দায়িত্ব।

ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ: ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্যাডেট কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে ছেলেদের ৯টি এবং মেয়েদের ৩টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। ক্যাডেটরা আবশ্যিকভাবে নিয়মিত খেলাধুলা, পিটি, প্যারেড, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, প্রতি বছর জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের অধীন সকল পরীক্ষায় ক্যাডেটরা ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি): দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রী তথা যুবসমাজকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত করার মাধ্যমে ক্যাডেটদের দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর প্রধান দায়িত্ব। এর অধীনে প্রতিবছর দেশের ৪৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬১১টি প্লাটুনের মাধ্যমে প্রায় ২৫,০০০ জন ক্যাডেট নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ক্যাডেটগণ সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্ষব্যাপী নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্যাডেটগণ বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি): বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশে আবহাওয়া বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। এ-ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং ২টি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় মোট ৬০টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার/ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণাগার/রাডার স্টেশন ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণাগার রয়েছে। আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতির মান-উন্নয়নসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অধিকতর নির্ভুল তথ্য প্রদান এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। এ অধিদপ্তর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং রাডার, উপগ্রহ কেন্দ্র ও কৃষি আবহাওয়া-সংক্রান্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থাপনার বিকাশে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো): স্পারসো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং এ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা, এর যথাযথ প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পারসো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে প্রাকৃতিক সম্পদ জরিপ, পরিবেশ ও দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে। স্পারসো ভূ-সম্পর্কিত বহুবিধ বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, উদঘাটন ও উদ্ভাবন করে থাকে।

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (এসওবি): বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর দেশের জাতীয় জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়নকারী সংস্থা। ১৯৬৭ সালে 'বেঙ্গল সার্ভে' নামে এ সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জরিপ অধিদপ্তর জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের একটি ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন কেন্দ্র এবং আধুনিক ছাপাখানা ও জিওডেটিক ইউনিট রয়েছে। দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতি, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে অবকাঠামো এবং শিল্প ও বাণিজ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর (সাভূসে): ১৯৭০ সালে ঢাকা সেনানিবাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। এ অধিদপ্তরের অধীন বর্তমানে ৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর এবং ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রয়েছে। সারাদেশের সামরিক ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ ও সামরিক প্রয়োজনে নতুন জমি অধিগ্রহণসহ বিভিন্ন সেনানিবাসে পৌর-কার্যাদি সম্পাদন অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ।

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (সাইফার): ১৯৭৩ সালে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (সাইফার পরিদপ্তর) সরকারের গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাইফার ব্যবস্থা-সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। এ দপ্তরটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সশস্ত্রবাহিনী, ডিজিএফআই, কোস্ট গার্ড, এনএসআই, জেলা প্রশাসন, পুলিশ সদর দপ্তর এবং জেলা পুলিশ সুপারসহ গুরুত্বপূর্ণ ১১টি সংস্থার গোপন যোগাযোগে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট গুপ্তসংকেত দলিলাদি/গুপ্তি উপকরণ, ক্রিপ্টোসফটওয়্যার এবং এ সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি তৈরি ও সরবরাহ করে। এটি গুপ্তসংকেত-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ): প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সামরিক হিসাব বিভাগ হিসাবে ১৯৮২ সালে কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ) যাত্রা শুরু করে। কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্সের অধীন সাতটি দপ্তর রয়েছে। সামরিক খাতের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যয় ও আন্তঃনিরীক্ষাসহ সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান সিজিডিএফ-এর প্রধান দায়িত্ব।

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় (সিএও): ১৯৭৩ সালে এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সশস্ত্রবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সকল বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশাসনিক কার্যাবলি এ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা-দপ্তরে মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রীসমূহ যোগান, রক্ষণাবেক্ষণ ও অফিস দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি (এমওডিসি): মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি হচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি কোর এবং নিয়মিত বাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ এবং প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যেমন ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএস, আর্মি এভিয়েশন, বিওএফ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর প্রধান দায়িত্ব। জরুরি অবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতেও এ বাহিনী সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭৮ সালে এমওডিসি (আর্মি)-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়।

১.৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২১ মে ২০১৫ তারিখ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তিনবাহিনী প্রধান, মন্ত্রণালয়ের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, একান্ত সচিব-১ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সকল সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং বিগত ৬ বছরের সাফল্যের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের অনেকেই স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে অবহিত করেন। পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় তলায় রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তাঁর ব্যবহৃত অফিস কক্ষটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন করেন।

তিন বাহিনীর প্রধানসহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্যবহৃত মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় তলায় রক্ষিত দপ্তর কক্ষটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পরিদর্শন।

১.৬ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বাহিনীত্রয়সহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট নিম্নরূপঃ

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	অফিস/খাতের নাম	বাজেট ২০১৪-২০১৫	সংশোধিত বাজেট ২০১৪-২০১৫	মন্তব্য
১.	বেসামরিক	২৩৬,৬২,৫৩	২৪৪,০১,২৮	
২.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৮৯৮২,৩৩,৮৮	৯১৮২,৩৩,৮৮	
৩.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	২৩০৯,৬৪,৯৯	২৬৯৩,২৩,৮৪	
৪.	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	২৩১৭,৫৬,৭৯	২৩৯৩,১৪,৮৭	
৫.	আন্তঃ বাহিনীসমূহ	৫৭১,৩২,৭৭	৬১৭,৯১,২৮	
৬.	অন্যান্য প্রতিরক্ষা কার্যক্রম	১৮৫১,৮০,২৬	২৩৩৮,২৮,০০	
৭.	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী	০	৯,৭৪,৬২	
	মোট-অনুন্নয়নঃ	**১৬২৬৯,৩১,২২**	**১৭৪৭৮,৬৭,৭৭**	
	মোট-উন্নয়নঃ	**২২২,৪৫,০০**	**২৮৪,২৬,০০**	
সর্বমোট-(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)ঃ		**১৬৪৯১,৭৬,২২**	**১৭৭৬২,৯৩,৭৭**	

অধ্যায় ২

২.০ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তরের সাফল্য ও অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক ঘোষিত "ভিশন ২০২১" এবং "ভিশন ২০৪১" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়াদি সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও এর মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষার্থে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তারই অনুসরণে বর্তমান সরকার পাঁচ বছর মেয়াদী চারটি ধাপে "ফোর্সেস গোল ২০৩০" চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক, দক্ষ ও অজেয় বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাহিনীত্রয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম বছরভিত্তিক ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিযাত্রায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থা-দপ্তরসমূহ বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে দপ্তর-সংস্থা সমূহের পরিচিতি, মূল কার্যপরিধি, ভৌত/অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা, উন্নয়ন, কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অগ্রগতি সরকারের গৃহীত বৃহৎ কর্মযজ্ঞের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২টি অনুবিভাগ, ৯টি অধিশাখা (প্রকৌশল উপদেষ্টা ও আইসিটি সেলসহ) এবং ২৩টি শাখার (পরিকল্পনা কোষ, হিসাব কোষ ও ইঞ্জিনিয়ার সেলসহ) মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ও অধীন ২৭টি দপ্তর/সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২.১.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য একটি স্টাফ বাস ক্রয় করা হয়েছে এবং আর একটি স্টাফ বাস ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

২.১.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্য পদ পূরণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ১০টি শূন্য পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** নবনিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীদের (১১ থেকে ২০ গ্রেডের) অফিস ব্যবস্থাপনা, গণকর্মচারী শৃঙ্খলা, দায়িত্ব, আচরণ, নৈতিকতা, আইন, বিধি, সচিবালয় নির্দেশিকা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মচারীদের (১০ থেকে ১৬ গ্রেডের) সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১.৩ ডিজিটাইজেশন

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা-অধিশাখায় প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সরঞ্জাম সরবরাহ এবং LAN কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- দাপ্তরিক যোগাযোগ তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ই-মেইলের মাধ্যমেও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- ব্যান্ডউইথ ১০ মেগাবাইট থেকে ২৮ মেগাবাইট-এ উন্নীত করা হয়েছে।
- বিদ্যমান Wi-Fi নেটওয়ার্ক সচল রাখা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২.২ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি দক্ষ ও চৌকস্ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র, যানবাহন, আধুনিক সমর সরঞ্জাম, নতুন ডিভিশন ও ইউনিট সংযোজিত হয়েছে। আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম এবং সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

২.২.১ সাংগঠনিক ইউনিট সৃজন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এরিয়া সদর দপ্তর সিলেট, সদর দপ্তর ১৭ আর্টিলারি ব্রিগেড, সদর দপ্তর ১০ পদাতিক ডিভিশন, সদর দপ্তর ১০ আর্টিলারি ব্রিগেড, সদর দপ্তর ৯৭ পদাতিক ব্রিগেড, ১৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ২১ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন, ৬০ ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ৩৬ বাংলাদেশ ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা/গঠন করা হয়েছে।

২.২.২ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- **পদমর্যাদা উন্নীতকরণ ও নতুন পদ সৃজন:** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে লেঃ কর্নেল থেকে কর্নেল পদে ০১টি, মেজর থেকে লেঃ কর্নেল পদে ০১টি এবং ক্যাপ্টেন থেকে মেজর পদে ০৩টি পদসহ মোট ০৫টি পদের পদমর্যাদা উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও লেঃ কর্নেল (এডিসি) এর ০১টি পদ, মেজর (এডিসি) এর ০২টি পদ, সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার(এসিসি) এর ০১টি পদ, সার্জেন্ট (এসিসি) এর ০৩টি পদ এবং কর্পোরাল (এসিসি) এর ০২টি পদসহ সর্বমোট ০৯টি পদ নতুন ভাবে সৃজন করা হয়েছে;
- **শূন্যপদ পূরণ:** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৪৪১ জন পুরুষ কর্মকর্তা, ২৩৬ জন মহিলা কর্মকর্তা, ১০ জন (শিক্ষা কোরে) জুনিয়র কমিশন্ড কর্মকর্তা এবং ৬,৩৮৫ জন সৈনিককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বেসামরিক ৯৮৬ টি পদে নতুন নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- **পদোন্নতি প্রদান:** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেকর্ডস কর্তৃক ২৫৩ জনকে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও), মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের ২য় শ্রেণির ৩২ জন কর্মকর্তা এবং নন গেজেটেড ৩৫ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- **প্রশিক্ষণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৫৯ জন কর্মকর্তা এবং ৫০১ জন অন্যান্য পদবীর সৈনিককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ৭১৯ জন কর্মকর্তা এবং ৯২১৪ জন অন্যান্য পদবীর সৈনিককে দেশের অভ্যন্তরে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ মহড়া পর্যবেক্ষণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২.২.৩ সক্ষমতা বৃদ্ধি

- **এসপি গান ক্রয়:** সার্বিয়া থেকে ১৮টি ১৫৫ মিঃমিঃ সেলফ প্রপেল্ড কামান ক্রয়ের বিষয়ে জি টু জি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির আওতায় প্রথম Consignment এ ০৬টি কামান এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ১১ এসপি রেজিমেন্ট আর্টিলারিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। দ্বিতীয় Consignment এ ০৬টি কামান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং তৃতীয় Consignment ৬টি কামান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।

- **উইপন লোকেটিং রাডার ক্রয়ঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সমরসক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্টিলারি ইউনিটের জন্য বিগত অর্থ বছরে ক্রয়ের জন্য চুক্তিকৃত ০৩টি উইপন লোকেটিং রাডার ডিসেম্বর ২০১৪ এ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে।
- **মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিষ্টেম (এমএলআরএস) ক্রয়ঃ** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এক ব্যাটারী (৬টি) এমএলআরএস ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে।

মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিষ্টেম

- **SHORAD FM-90 SAM ক্রয়ঃ** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারির সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চীন থেকে মোট ০৫ ব্যাটারী FM-৯০ SAM System ক্রয়ের নিমিত্ত মোট ৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর মধ্যে একটি ব্যাটারী ডিজিডিপি, একটি ব্যাটারী মিলিটারী এ্যাসিসটেন্স গ্রাটিস প্রোটোকল এবং তিনটি ব্যাটারী জি-টু-জি চুক্তির মাধ্যমে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- **ট্যাংক টি-৫৯ আপগ্রেডেশনঃ** মার্চ ২০১৫ থেকে চীন (NORINCO) কর্তৃক ৯০২ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের তত্ত্বাবধানে সাঁজোয়া কোরের ১৭৪ টি ট্যাংক টি-৫৯ আপগ্রেডেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ** সমরসক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ০২টি রোড রোলার, ১৬টি হুইল লোডার, ০২টি এক্সক্যাভেটর, ১০টি মোটর গ্রেডার, ০২টি ভাইব্রেটিং টাইপ কম্প্যাক্ট, ৩০টি ট্র্যাক ডাম্পার, ০৬টি ওয়াটার ট্র্যাক স্প্রিংকল, ৫০টি ষ্টাফ কার, ৫০টি ৩ দরজা জীপ (হার্ডটপ), ২০টি ৫ দরজা জীপ, ২০টি মাইক্রোবাস, ০৪টি এ্যাম্বুলেন্স কার ফর এ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, ২০টি লরী ৩ টন, ০৬টি ৫ ডোর এস্কর্ট জীপ নতুন ক্রয় করা হয়েছে।
- **নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তিঃ** সাঁজোয়া কোরের ট্যাংক টি-৫৯ এর জন্য ৪২টি আধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত ডিজিটাল (State of the Art) ফ্রিকুয়েন্সি হপিং (Encrypted) অয়ারলেস সেট VRC 2000L চীন থেকে ক্রয়ের কার্যক্রম চূড়ান্ত হওয়ায় জাহাজীকরণ পূর্ব পরিদর্শন শেষে সেটগুলি সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২.২.৪ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিলের আওতায় ৮২ জন সেনাসদস্যকে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল থেকে ২৪৭ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যকে সর্বমোট ৫২,১০,০০০.০০ (বায়ান্ন লক্ষ দশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনী পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প তহবিল থেকে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সদস্যদের মৃত্যু এবং অসমর্থতার ক্ষেত্রে ২৭৪ জনকে সর্বমোট ১৫,০১,০০,০০০.০০ (পনের কোটি এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- সেনাবাহিনী চিকিৎসা সহায়ক প্রকল্প তহবিল থেকে কর্মরত সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের বিদেশে চিকিৎসার জন্য ৪৫৯ জনকে সর্বমোট ১১,৮৪,০৭,৪২০.০০ (এগার কোটি চুরাশি লক্ষ সাত হাজার চারশত বিশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- পিলখানায় শহীদ/অন্যান্য দুর্ঘটনায় শাহাদাৎ বরণকারী ৬৭ জন অফিসার পরিবারবর্গকে মিরপুর ডিওএইচএস এ ৭৩টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ।
- শীতকালীন যৌথপ্রশিক্ষণ চলাকালীন শীতার্ত অসামরিক জনসাধারণের মাঝে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শীতকালীন যৌথপ্রশিক্ষণ চলাকালীন শীতার্ত অসামরিক জনসাধারণের মাঝে
সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শীতবস্ত্র বিতরণ

২.২.৫ ডিজিটাইজেশন

সেনাবাহিনীর ইউনিট পর্যায় (পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাসহ) পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি সেবা বিস্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল ফরমেশনসমূহের BAnet (বাংলাদেশ আর্মি নেট) এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত Active Directory স্থাপন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সমূহে ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, বেতন ও পেনশনের অটোমেশন সফটওয়্যার, সামরিক ব্যক্তিবর্গের ব্যবহৃত নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির অটোমেশন সফটওয়্যার, ই-অফিস এর আলোকে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ পত্রালাপকে ডিজিটাল করণ, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রচলন ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

২.২.৬ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে । সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষায় সক্রিয় এবং সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বজনবিদিত, যা সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যবৃন্দের সফল এবং অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি। উত্তর মালি'র তাবানকোর্টে জাতিগত সংঘর্ষের যে সূত্রপাত হয়েছিল,তা, দমনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পদচিহ্ন পূর্ব তিমুর থেকে হাইতি এবং ক্রোয়েশিয়া থেকে নামিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। শান্তিরক্ষীরা ইউরোপীয় শীতপ্রধান দেশ থেকে শুরু করে পূর্ব এশিয়ার গ্রাম, বৈরীভাবাপান্ন আবহাওয়া এবং সাহারা মরুভুমিতে সফলতার সঙ্গে মিশন সম্পন্ন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬,০৮৬ জন শান্তিরক্ষী বিশ্বের ১১টি দেশে নিয়োজিত রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম দমন, জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, গরীব ও দুঃস্থ জনগণের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ এবং জাতি গঠনমূলক (Nation Building) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করাই বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রধান কার্যক্রম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বৈদেশিক মিশন এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

কংগো'তে ব্যানইঞ্জিনিয়ার-৬ (মুনুসকো) কর্তৃক স্থানীয় বেসামরিক সদস্যদের মাঝে খাবার বিতরণ

দক্ষিণ সুদানের বোরি গ্রামে ব্যানইঞ্জিনিয়ার-১৫ (আনমিস) এর সদস্য কর্তৃক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণের বৈদেশিক মিশন এলাকা পরিদর্শন

২.২.৭ বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে কম্বোডিয়া, মোজাম্বিক, সিয়েরালিয়ন, সুদান, আইভরি কোষ্ট এবং লাইবেরিয়া উল্লেখ্যযোগ্য। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে সিয়েরালিয়ন বাংলা ভাষাকে তাদের একটি অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২.২.৮ প্রকাশনা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুখপত্র হিসেবে ১৯৮৭ সাল থেকে সেনাসদর সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর কর্তৃক 'সেনাবার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে 'সেনাবার্তা'র ২টি সংখ্যা এবং 'সেনা সংবাদ প্রবাহ'র ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 'সেনাবার্তা' ও 'সেনা সংবাদ প্রবাহ' প্রকাশের ফলে একদিকে যেমন সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাঠকদের জন্য সহজলভ্য হচ্ছে, অন্যদিকে এগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও তথ্য ধারণ করে রাখছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস প্রথম খন্ড থেকে পঞ্চম খন্ড পর্যন্ত প্রকাশ ও সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বিতরণ করা হয়েছে।

২.২.৯ অন্যান্য প্রশাসনিক সেবামূলক কার্যক্রম

দেশের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি খাস জমিতে ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করে ভূমিহীন পরিবারকে হস্তান্তরের জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেনাবাহিনী কর্তৃক ১২৩০৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২৫৭টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ছিন্নমূল ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করার এই প্রক্রিয়া দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত আশ্রয়ন প্রকল্প

২.৩ বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৯৭১ সালের ১১ জুলাই ঐতিহাসিক সেক্টর কমান্ডার কনফারেন্সের ঘোষণা থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতাত্তোরকালে কিছু সংখ্যক নাবিক ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা নৌ কমান্ডো দল এবং দুটি গান বোট "পদ্মা" ও "পলাশ" নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। নৌবাহিনী দেশ গঠন ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষা বিশেষ করে সমুদ্র জলসীমায় দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্গঠন তৎপরতায় অংশ নেয়। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। যুদ্ধকালীন সময়ে সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধকালীন অপারেশন পরিচালনা করা, শান্তিকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করা, বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, সমুদ্রে টহল প্রদান, মৎস্য সম্পদ রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, জলদস্যুতা প্রতিরোধ/দমন এবং তেল ও গ্যাস সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান, আইন শৃংখলা রক্ষা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সমুদ্রে Evacuation এবং Rescue Operation ইত্যাদি পরিচালনা করা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জোটের সঙ্গে অপারেশন পরিচালনা, বহুজাতিক প্রশিক্ষণ, মহড়া ও Wargame ইত্যাদি পরিচালনার কাজও বাংলাদেশ নৌবাহিনী করে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। এই বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হলো।

বানৌজা "পদ্মা" ও "পলাশ"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির কমিশনিং অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য যুগোস্লাভিয়া থেকে সংগ্রহকৃত গানবোট

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক চোরাচালান ও জলদস্যুতা প্রতিরোধ অভিযান

বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মানবসেবা প্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রম সম্পাদন

২.৩.১ উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন

২.৩.১.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে নেভাল এভিয়েশনের জন্য হ্যাঙ্গার স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌ অঞ্চলে কর্মকর্তা ও নাবিকদের জন্য নতুন বাসস্থান নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত "আশার আলো" নামক পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, মেধা বিকাশ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও পুনর্বাসন এর লক্ষ্যে চট্টগ্রামস্থ নাবিক কলোনি-২ এ আলাদা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- খুলনা ও কক্সবাজারে নৌবাহিনীর ঘাঁটিসমূহ সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকাস্থ খিলক্ষেত এলাকায় নতুন নৌঘাঁটি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণের উন্নয়নে পাঠ্যক্রমকে পরিশীলিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সিমুলেটর সংযোজন ও ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণব্যবস্থাকে আরও উন্নততর করার লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জামাদি প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

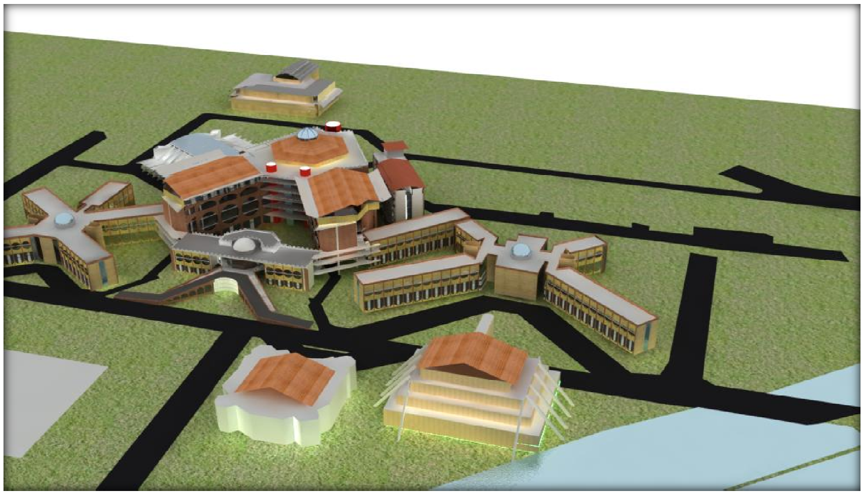

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নির্মাণাধীন 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'

২.৩.১.২ জাহাজ সংযোজন/ক্রয়/নির্মাণ চুক্তি

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুদ্ধজাহাজ ক্রয়/সংগ্রহ/নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাহাজসমূহে সমর দক্ষতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ০২টি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক (এলসিটি) ডিইডব্লিউ লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ এর মাধ্যমে নির্মাণের পর গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে হস্তান্তর করা হয়।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ০২টি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি (এলসিইউ) খুলনা শিপইয়ার্ড এর মাধ্যমে নির্মাণের পর গত ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে হস্তান্তর করা হয়।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ০২টি সাবমেরিন হ্যান্ডলিং টাগ বোট নির্মাণের জন্য গত ১৬ জুন ২০১৫ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩.১.৩ আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র/সরঞ্জাম সংযোজন

- বিমান ও জাহাজ বিধ্বংসী বিভিন্ন ক্যালিবারের কামানের গোলা ক্রয় করা হয়েছে।
- বানৌজা বিজয় ও ধলেশ্বরীর হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ সেট Navigational Radar with Hello Landing Facilities ক্রয়ের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে।
- বানৌজা আলী হায়দার ও আবুবকর এর Fighting Efficiency বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ সেট Air Search Radar ক্রয়ের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে।

২.৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ (বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী):** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৩৯ টি বেসামরিক কর্মচারীর শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সামরিক মোট ৪২৭ টি এবং বেসামরিক ২৮৬ টি কর্মচারীর শূন্যপদ পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **চাকুরির সুবিধা বৃদ্ধি:** ৪০ জন বেসামরিক কর্মচারীকে (১০-১৬ গ্রেডের) সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশন উইং এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নেভাল এভিয়েশন প্রশিক্ষণ, সোয়াডস প্রশিক্ষণ, সাবমেরিন প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা কোর্স কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৩.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- **ঋণ/অনুদান:** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ”পরিবার নিরাপত্তা” প্রকল্পের আওতায় ০৭ জন মৃত কর্মচারীর পরিবারকে নির্ধারিত হারে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- **কন্টেইনার ভেসেল নির্মাণ:** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে বাণিজ্যিকভাবে পণ্য পরিবহনের জন্য বিএন কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে খুলনা শিপইয়ার্ডে এমভি নৌ কল্যাণ-১ এবং এমভি নৌ কল্যাণ-২ নামে ০২ টি কন্টেইনার ভেসেল নির্মাণাধীন রয়েছে। ভেসেল দুটির নির্মাণকার্য আগামী জুন ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ভেসেলদ্বয়ের পরিচালনার কার্যক্রম শুরু হলে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।
- **Maritime Convention Centre নির্মাণ:** চট্টগ্রামস্থ টাইগারপাসে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে Maritime Convention Centre নামে একটি অত্যাধুনিক Convention Centre নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন এ Convention Centre টি চট্টগ্রাম এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সরকারি যে কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হবে।
- **হিরণ পয়েন্টে পর্যটক আবাসস্থল Mermaid Resort নির্মাণ:** বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবনে অবস্থিত নৌ ইউনিট হিরণ পয়েন্টে Mermaid নামে একটি Resort নির্মাণ করা হয়েছে। Resort টি নির্মাণের ফলে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টে আগত দেশী বিদেশী পর্যটকদের থাকার সুব্যবস্থা হয়েছে।

হিরণ পয়েন্টে নির্মিত “Mermaid Resort”

চট্টগ্রামে নির্মিত “আশার আলো” নামক পুনর্বাসন কেন্দ্র

২.৩.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- নৌবাহিনীর কর্মচারী ও নাবিকদের নিয়োগ/বদলী, পদোন্নতি, কোর্স, মিশন ইত্যাদি অটোমেশন পদ্ধতিতে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় software তৈরি করা হয়েছে।
- নৌবাহিনীর কর্মচারী ও নাবিকদের বেতন, ভাতা, পেনশন, বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। বিভিন্ন জাহাজ থেকে ক্রুটিপূর্ণ যন্ত্র মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় Job Requisition, Online এ প্রেরণ করা হচ্ছে। নৌবাহিনীর সঙ্গে আমর্ড ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি), সেনা ও বিমান বাহিনীর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। E-tendering এর মাধ্যমে NSSউ কর্তৃক নৌবাহিনীর ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- LAN/WAN স্থাপনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ এবং Document Management System (DMS) চালু করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ও আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- **ইউনিফিল (UNIFIL), লেবানন:** বানৌজা নির্মূল সর্বমোট ২৮০ জন নৌসদস্যের সমন্বয়ে একটি কন্টিনজেন্ট ভূ-মধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল টাস্কফোর্সের অধীনে মোতায়েন রয়েছে।
- **আনমিস (UNMISS), দক্ষিণ সুদান:** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০০ জনের একটি কন্টিনজেন্ট Bangladesh Force Marine Unit (BANFMU) দক্ষিণ সুদানের জুবা ও মালাকাল নামক স্থানে জুন ২০১৫ থেকে শান্তিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।
- **বোট ডিটাচমেন্ট ইউনিট (আইভরিকোষ্ট):** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি বোট ডিটাচমেন্ট ইউনিট ২০০৪ সাল থেকে আইভরিকোষ্ট এর আবিদজান নামক স্থানে (০২ জন কর্মচারী ও ১৮ জন নাবিক) নিয়োজিত আছে। উক্ত ইউনিট Lagoon Patrolling কার্যক্রম সম্পাদন, VVIP দের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের Search & Rescue Operation পরিচালনা করে থাকে।
- **মিনুসমা (MINUSMA), মালি:** বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি Riverine Unit, Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) এর অধীনে ১৭ জন কর্মকর্তা ও ১১৬ জন নাবিক এর সমন্বয়ে মে ২০১৪ থেকে মালিতে মোতায়েন করা হয়েছে।
- **মিশন/বৈদেশিক নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান:** ভূ-মধ্যসাগরে টাস্ক ফোর্সের অধীনে জুলাই ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ এ পরিচালিত Maritime Interdiction Operations এ নিয়োজিত ৫৪৩ টি জাহাজের মধ্যে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল ইউনিফিল (লেবানন) সর্বোচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এছাড়াও BANFMU কর্তৃক গত ১০ জুন ২০১৫ তারিখে দুর্ঘটনা কবলিত ইথিওপিয়ান সৈনিককে নীলনদ থেকে এবং BANFMU এর Force Protection দলের সদস্য কর্তৃক World Food Program (WFP) এর দু'জন সদস্যকে নীলনদ থেকে উদ্ধার এর জন্য Force Headquarters কর্তৃক Letter of Commendation প্রদান করা হয়েছে; আইভোরিকোস্টে সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের সময় ইউএন সদস্যদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের মাধ্যমে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।
- **বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাহাজ প্রেরণ:** জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অনুশীলনে অংশগ্রহণ, শুভেচ্ছা সফরে গমন এবং কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে মায়ানমার, শ্রীলংকা, কুয়েত, বাহরাইন, ভারত ও মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন জাহাজ প্রেরণ করা হয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক বিশেষ সহযোগিতা:** ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ওয়াটার ও সুয়ারেজ কোম্পানীর জেনারেটরে আগুন লাগলে পানি শোধনাগারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। এসময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বানৌজা সমুদ্র জয় মাত্র একদিনের নোটিশে ১০০ টন বিশুদ্ধ বোতলজাত খাবার পানি এবং প্রতিদিন ১০ টন সুপেয় পানি বিশুদ্ধকরণে ভ্রাম্যমাণ ০৫টি Desalination প্লান্টসহ মালদ্বীপে গমন করে এবং মালদ্বীপ সরকারকে হস্তান্তর করে।

২.৩.৬ অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- **National Maritime Policy প্রণয়ন:** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মহীসোপান এলাকার সুরক্ষায় গৃহীত ও গৃহীতব্য পদক্ষেপের বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি National Maritime Policy প্রণয়ন প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্জিত বিশাল সমুদ্রসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনী কর্তৃক একটি যুগোপযোগী মেরিটাইম পলিসি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি স্থাপন:** বাংলাদেশের সমুদ্র এবং সমুদ্র সম্পর্কিত সম্পদ সম্পর্কে জানা এবং এ খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- **বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পোষাক বিধিমালা প্রবর্তন:** নৌবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য Uniform Regulation বাংলায় অনুবাদপূর্বক ”বাংলাদেশ নৌবাহিনী পোশাক বিধিমালা ” প্রবর্তন করা হয়েছে;
- **প্রকাশনা:** অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেও নৌ পরিক্রমা, নাবিক ও নেভি জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৪ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

দেশের আকাশসীমা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও তাঁর দিক নির্দেশনায় বিমান বাহিনীকে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই শ্লোগানের মর্মবাণীকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও দেশের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। নিম্নে ২০১৪-২০১৫ সালে নেয়া উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো, যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাফল্য ও অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে।

২.৪.১ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- **পদ উন্নীতকরণ:** বিমান বাহিনী প্রধান এর পদবী এয়ার মার্শাল থেকে এয়ার চীফ মার্শাল পদবীতে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ দুইজন এয়ার অফিসার কমান্ডিং এর পদবী (বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার, বিমান বাহিনী ঘাঁটি মতিউর এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক) এয়ার কমডোর থেকে এয়ার মার্শাল এ উন্নীত করা যাবে। এছাড়াও এয়ার অফিসার কমান্ডিং (বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু) এর পদবীকে এয়ার ভাইস মার্শাল এ উন্নীত করা হয়েছে।
- **ATS Radar স্থাপন :** নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের লক্ষ্যে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে এটিএস রাডার স্কোয়াড্রন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- **Air Defence Radar স্থাপন ঃ** সমগ্র বাংলাদেশকে রাডার কভারেজের আওতায় আনার লক্ষ্যে এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রসীমার আকাশে নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কক্সবাজারে ১টি Air Defence Radar স্থাপন করা হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে উক্ত রাডারের Induction Ceremony অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কক্সবাজারে স্থাপিত Air Defence রাডারের Induction Ceremony উদ্বোধন

২.৪.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শুন্যপদ পূরণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৩০১ টি কর্মচারীর শুন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** সর্বমোট ৩২৮৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত সদস্যবৃন্দকে বিভিন্ন সময় নানাবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:
  - **বিমান বাহিনী একাডেমীতে প্রশিক্ষণ:** ৯৪ জন ফ্লাইট ক্যাডেটকে বিমান বাহিনী একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬ জন বৈমানিক রয়েছেন। এছাড়াও উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমীতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৩ বছর থেকে ০৪ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২০১৫

মহিলা বৈমানিককে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উইং ব্যাজ প্রদান

- **রিক্রুট প্রশিক্ষণ প্রদান :** ৫১৪ জন রিক্রুটকে বিমানবাহিনী রিক্রুট প্রশিক্ষণ স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে বিমানসেনা হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- **বিদেশী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান :** ৩০ জন বিদেশী কর্মকর্তা ও বিমানসেনাকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনীতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে।
- **বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান :** ৯৬ জন বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও ৩৪ জন বিমানসেনাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ মুল্যায়ন বৃদ্ধি ও বন্ধুপ্রতিম দেশের সহিত সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে।
- **বেসামরিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৫ জন বেসামরিক কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **মহিলা বৈমানিক প্রশিক্ষণ:** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ চলমান রয়েছে। বিমান বাহিনীর পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তাগণ স্টাফ কোর্স ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত বিমান বাহিনীর ২ জন মহিলা কর্মকর্তা সামরিক বৈমানিক হিসেবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে এবং আরও বেশ কয়েকজন মহিলা সামরিক বৈমানিক প্রশিক্ষণাধীন রয়েছে যা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

রিক্রুট প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান

বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা বৈমানিকদ্বয়

- **বিমান বাহিনীর স্কুল ও কলেজসমুহের কর্মকাণ্ড :** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি সমূহে ০৬টি বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ এবং ০৪টি বাফওয়া গোল্ডেন ঈগল নার্সারী স্কুল রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বমোট ২০,৯৯৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। ২০১৪-১৫ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২,৩৯৪ জন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৯৪ জন, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১,৩৫১ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১,২৯৫ জন পাস করেছে। উক্ত পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৭.৫৮%, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৯.৭০%, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৯৮.৭৮% এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১০০%। ২০১৪-১৫ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকে ৬৭৫ জন, মাধ্যমিকে ৫৪১ জন, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটে ৬০০ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ৮৯৮ জন।

২.৪.৩ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- **হেলিকপ্টার ক্রয় :** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২টি Maritime Search and Rescue হেলিকপ্টার ক্রয়ের লক্ষ্যে Agusta Westland S.p.A, Italy Ges DGDP এর মধ্যে ২৭ জুন ২০১৪ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী গত ৪ এবং ৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে হেলিকপ্টার ২টি সমুদ্রপথে চট্রগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায়। উক্ত হেলিকপ্টারগুলোর Acceptance এর কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে Induction Ceremony এর মাধ্যমে বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত হেলিকপ্টারগুলি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযোজনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রসীমায় বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ ও প্রতিকুল পরিস্থিতিতে উদ্ধারকার্য আরও সহজতর হবে।

Maritime Search and Rescue হেলিকপ্টার

L-410 Transport Trainer বিমান

- **পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয় : তিনটি** L-410 Transport Trainer বিমান ক্রয়ের লক্ষ্যে চেক রিপাবলিকের LET Aircraft Industries এবং DGDP এর মধ্যে ২৬ জুন ২০১৪ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে ৩টি বিমান বাংলাদেশে পৌঁছায় এবং গত ২৭ মে ২০১৫ তারিখে বিমানগুলো বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে বিমানগুলি নিয়মিত পরিবহণ উড্ডয়ন প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয় :** ১২টি PT-6 প্রশিক্ষণ বিমান ক্রয়ের লক্ষ্যে CATIC, China এবং DGDP এর মধ্যে ২৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী বিমানগুলো আগামী জুলাই ২০১৬ এর শেষ নাগাদ বাংলাদেশে আসবে এবং উক্ত বিমানগুলো বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, যশোর এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- **Air Defence Radar ক্রয় :** একটি Air Defence Radar ক্রয়ের লক্ষ্যে CEIEC, China এবং DGDP এর মধ্যে ০৪ জুন ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী রাডারটি আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর শেষ নাগাদ বাংলাদেশে আসবে এবং উক্ত রাডারটি বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হকের ৭৪ স্কোয়াড্রনে স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- **VIP হেলিকপ্টার ক্রয় :** একটি Mi-171E VIP Saloon হেলিকপ্টার ক্রয়ের লক্ষ্যে রাশিয়া সরকারের সরবরাহকারী সংস্থা JSC 'ROSOBORONEXPORT, Russia এর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা (Govt to Govt Negotiation) এর মাধ্যমে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী হেলিকপ্টারটি আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর শেষ নাগাদ বাংলাদেশে আসবে এবং উক্ত হেলিকপ্টারটি বিমান ঘাঁটি বাশারে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **হেলিকপ্টার সিমুলেটর ক্রয় :** একটি Mi-17 Series হেলিকপ্টার সিমুলেটর ক্রয়ের লক্ষ্যে Flite Industries Pte Ltd, Singapore এবং DGDP এর মধ্যে ২৮ জুন ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সিমুলেটরটি আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ এর শেষ নাগাদ বাংলাদেশে আসবে এবং উক্ত সিমুলেটরটি বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশারে স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- **রাডার রিপেয়ার ইউনিট স্থাপন :** রাডার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে একটি সম্পূর্ণ রাডার রিপেয়ার ইউনিট স্থাপন করার জন্য CEIEC, China এবং DGDP এর মধ্যে ২৯ জুন ২০১৪ তারিখে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী গত ২১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি পাহাড়কাঞ্চনপুরে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাডার মেরামত ইউনিট স্থাপিত হলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাডার মেরামত করতে সক্ষম হবে এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।
- **প্রশিক্ষণ বোমা ক্রয় :** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর F-7BGI যুদ্ধবিমানে ব্যবহারের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে চীনের তৈরি LS-6/250 captive প্রশিক্ষণ বোমা ক্রয় করা হয়। উক্ত বোমাগুলো Wing kit এবং GPS/INS নির্দেশিকা দ্বারা সংযোজিত যা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যে কোন আবহাওয়ায় একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে নতুন সংযোজিত Yak-130 Advanced Jet Trainer বিমানে ব্যবহারের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে KAB-500Kr TV-guided প্রশিক্ষণ বোমা ক্রয় করা হয়।

LS-6/250 captive প্রশিক্ষণ বোমা

KAB-500Kr TV-guided বোমা

২.৪.৪ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- **আর্থিক অনুদান :** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিমান বাহিনীতে কর্মরত মোট ১৭ জন বেসামরিক কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। Central Non-Public Fund (CNPF) থেকে উক্ত ১৭ জন মরহুম কর্মচারীর প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫,০০০/- টাকা করে মোট ৪,২৫,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- **টিকাদান কর্মসুচী :** বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটির হাসপাতালগুলোতে টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৫ ইং তারিখে জাতীয় টিকাদান কর্মসুচী ও ভিটামিন এ ক্যাম্পেইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বমোট ৩৬৯ জন শিশুকে (৫ বছর বয়স পর্যন্ত) টিকা প্রদান করা হয়েছে।
- **শীতবস্ত্র বিতরণ :** বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মহিলা কল্যাণ সমিতি (বাফওয়া) সেবা ও কল্যাণমুখী কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবছরই দেশের শীত কবলিত এলাকায় দরিদ্র ও শীতার্ত মানুযের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে। বাফওয়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শীত মওসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, যশোর, লালমনিরহাট, শমশেরনগর, মৌলভীবাজার, বগুড়া এবং নীলফমারী এলাকায় দরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে মোট ১৫০০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

২.৪.৫ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- বিভিন্ন ঘাঁটি ও ইউনিট সমূহকে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিমান বাহিনীর উড্ডয়ন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে উড্ডয়ন, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ তথ্যাদি অতি সহজে, সঠিক ও নির্ভুলভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং উক্ত ঘাঁটি Paper less office হিসেবে কার্যক্রম শুরু করছে।
- বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশার এর ক্যাটারিং ফ্লাইটের আওতাধীন বিমান বাহিনী সদস্যদের রেশন সামগ্রী ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় BAF Customized Software এর Catering Information Module ব্যবহার করে প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে রেশন প্রদান ও গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং গুদামে রক্ষিত রসদ সামগ্রীর তাৎক্ষণিক ব্যালেন্স জানা যাচ্ছে। চলতি অর্থ বছরেই বিমান বাহিনীর অন্যান্য ঘাঁটিতেও একই পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিমান বাহিনীর ১০০% সদস্যকে কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী করার নিমিত্তে ইতিমধ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিমান বাহিনীর ৭৮.৪০% সদস্যকে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে যা আগামী ডিসেম্বর ২০১৬ সালে ১০০% এ উন্নীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪.৬ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম

- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন :** বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এই পর্যন্ত ২৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অক্ষুন্ন রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৯টি Mi-17 হেলিকপ্টার (৬টি কঙ্গোতে ও ৩টি হাইতিতে) এবং ১টি C-130 পরিবহন বিমান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মোতায়েন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বিমান বাহিনী থেকে ৪৬ জন মহিলা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে আরও ০৯ জন মহিলা কর্মকর্তা শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৩৫৮ সদস্যের ৩টি কন্টিনজেন্ট (BANASU-12, BANUAU-12 & BANATU-5) ২০১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে MONUSCO, DR Congo তে গমন করেছে।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১১০ সদস্যের ১টি কন্টিনজেন্ট (BANASMU-1) ও ১৩ সদস্যের (BANUAU-1) অগ্রগামী দল গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ সালে MIMUSMA, Mali তে গমন করেছে।
- বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অবশিষ্ট ১১৭ সদস্যের ১টি কন্টিনজেন্ট (BANUAU-1), ৩টি MI-171SH হেলিকপ্টারসহ MIMUSMA, Mali তে মোতায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

MONUSCO, DR Congo তে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার

নেপালের ভূমিকম্পে ত্রাণ সহায়তা প্রদান

- **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সমূহে নিয়োজিত বিমান বাহিনী সদস্যদের অনুকূলে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ থেকে বিমান বাহিনী কন্টিনজেন্ট সদস্যদের ভাতা (Troop Cost), উড্ডয়ন (Flying hrs) এবং সরঞ্জামাদির ব্যবহার (COE) ইত্যাদি বাবদ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রায় ২৪৪.২৬ কোটি টাকা আয় হয়; যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৪.৭ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

নেপালের ভূমিকম্পে ত্রাণ সহায়তা প্রদান: গত ২৬ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ১৮ মে ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপালে ত্রাণ সহায়তার নিমিত্তে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর C-130 পরিবহণ বিমানের মাধ্যমে ৬টি মিশনের দ্বারা সর্বমোট ২২ ঘন্টা উড্ডয়ন করতঃ ৬৬,৮৮০ কেজি ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও ১৪৪ জন আটকে পড়া বাংলাদেশীকে উদ্ধার করা হয়।

২.৪.৮ প্রকাশনা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সদস্যদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বিটিভিতে ০১টি অনির্বাণ, ০১টি বিশেষ অনির্বাণ ও বাংলাদেশ বেতারে ০১টি বিশেষ দুর্বার অনুষ্ঠান সম্প্রাচার করা হয়। তাছাড়া বিমান বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য সংবলিত ০৪টি নিউজ লেটার, ঈগল, ০১টি বিমানসেনা জার্নাল ও ফ্লাইট সেফটি জার্নাল ব্লু এঞ্জেল প্রকাশ করা হয়।

২.৫ সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর

সশস্ত্রবাহিনীর জন্য সার্বিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, মেডিকেল স্টোরস এবং সরঞ্জামাদির বাৎসরিক পরিকল্পনা, ক্রয় ও নিয়ন্ত্রণ, এএমসি, এডিসি ও এএফএনএস এর সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ পুল নিয়ন্ত্রণসহ গ্রেডিং ও ক্লাসিফিকেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর প্রদান করে থাকে। এছাড়া এ মহাপরিদপ্তর চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা কাজকে উৎসাহিত করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হালনাগাদ কারিগরি উন্নয়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাসহ সার্বিক জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ নীতি প্রণয়নে অবদান রাখে। আন্তঃবাহিনী মেডিকেল ইউনিট সমূহ যেমন: আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই), আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি (এএফআইপি), আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল স্টোরস ডিপো (এএফএমএসডি) এবং আর্মড ফোর্সেস ফুড এন্ড ড্রাগস ল্যাবরেটরি (এএফএফ এন্ডডি ল্যাবঃ) এর উপর কারিগরি আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ এ মহাপরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ মহাপরিদপ্তরের মূলমন্ত্র হচ্ছে সমরে ও শান্তিতে রাখিব সুস্থ।

২.৫.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আর্মি মেডিকেল কোরের ১৩৭ জন বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মুরাল নির্মাণ করা হয়েছে।

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর এর মুরাল

- এএফআইপি এর অভ্যর্থনার পুরাতন অবকাঠামো পরিবর্তন করে অত্যাধুনিক সামরিক অভ্যর্থনা নির্মাণ করা হয়েছে।
- এএফআইপি এর আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে সৌন্দর্যবর্ধনের নিমিত্ত ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়।
- এএফআইপি-তে নিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের জন্য অত্যাধুনিক ব্লাডব্যাংক নির্মাণ করা হয়।

নবনির্মিত ফোয়ারা

নির্মিত আধুনিক ব্লাড ব্যাংক

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিম্নেবর্ণিত এএফএমআই অডিটোরিয়াম এর পুনঃসংস্কারের মাধ্যমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাসহ আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫.২ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি

বিভিন্ন সিএমএইচ এর জন্য এবং এর আওতাধীন আর্মড ফোর্সেস ফুডস এন্ড ড্রাগস ল্যাবঃ (এএফএফএন্ডডি ল্যাবঃ)-এ অত্যাধুনিক আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন, এক্স-রে মেশিন, বেবী ইনকিউবেটর, কোলেনস্কোপ, ডিজিটাল ম্যামোগ্রাফি মেশিনসহ ৫০ ধরনের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সরঞ্জাম নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৫.৩ সংগঠন ও মানবসম্পদ

- **পদসমূহ:** সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর-এ ২০১৫ সালে ০১ জন ব্রিগেডিয়ার/মেজর জেনারেল, ০১ জন পিএ (সার্জেন্ট) এবং ০১ জন সৈনিক এর পদ সৃজন করা হয়েছে।
- **শূন্যপদ পূরণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৮টি শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **বিশেষজ্ঞ অফিসারদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭৩ জন বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন এবং ০৪ জন বিশেষজ্ঞ অধ্যয়নরত রয়েছেন। এ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সিএমএইচ এর রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
- **বিএসসি নার্সিং প্রশিক্ষণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জুলাই ২০১৪ সালে ২০ জন এবং জুলাই ২০১৫ সালে ২০ জন এএফএনএস বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যা সেনাবাহিনী সিএমএইচ এর রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২.৫.৪ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- বিশ্বমানের জটিল এবং দুরুহ রোগ নিরূপণের অনন্য সেবা প্রদানে এএফআইপি ইতোমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠান হলেও এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যান্সারসহ জটিল রোগের রোগ নির্ণয়ের দুর্লভ পরীক্ষার সুযোগ সর্বসাধারণকে প্রদান করা হচ্ছে।
- সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ধর্মীয় শিক্ষকদের এবং সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত বিভিন্ন গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারীদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে।
- আর্মড ফোর্সেস ফুড এন্ড ড্রাগ্‌স ল্যাবঃ তে ০২ সপ্তাহ ব্যাপী খাদ্যের মান পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।
- গত ডিসেম্বর ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রয়কৃত খাদ্য সামগ্রী যেমন, চাল, ডাল, ভোজ্য তেল সয়াবিন ইত্যাদির গুণগত মান পরীক্ষা আর্মড ফোর্সেস ফুড এন্ড ড্রাগ্‌স ল্যাবঃ -এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২.৫.৫ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগের জন্য কনটিনজেন্সি প্ল্যান (আপদকালীন পরিকল্পনা) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ''বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০৩০'' এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিএমএইচ ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য সকল সিএমএইচ সমূহের পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিডিও কনফারেন্স/টেলিমেডিসিন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

২.৫.৬ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

- পূর্বের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেও সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের আওতাধীন এএফএমএসডি কর্তৃক বৈদেশিক মিশনে চিকিৎসাস্থাপনায় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
- ২০১৫ সালে নেপালে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পে আহত রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের দেশের মর্যাদা ও সম্মান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ আর্মি মেডিকেল কোর-এর চিকিৎসকবৃন্দ।

নেপালে ভূমিকম্পে আহত রোগীর অপারেশন করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম

নেপালে ভূমিকম্পে আহত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম

২.৬ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের স্ট্র্যাটেজিক লেভেলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মিরপুর সেনানিবাসে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি ১৯৯৮ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দেশীয় সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিদেশি সামরিক কর্মকর্তাগণকে জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, যা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অন্যতম প্রধান ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধানত ২টি কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্স দু'টি হল এনডিসি (ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স) এবং এএফডব্লিউসি (আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স)। এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্স দু'টি প্রতিবছর যথাক্রমে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়ে ডিসেম্বর মাসে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয়। এ ছাড়া ২০১১ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানে ক্যাপস্টোন কোর্স চালু করা হয়েছে। ক্যাপস্টোন কোর্সে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বেসামরিক পরিমণ্ডলের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্যাপস্টোন, এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মকর্তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

এএফডব্লিউসি-২০১৫ এর গ্রাজুয়েশন ডিনারে প্রধান অতিথি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২.৬.১ ভৌত ও অবকাঠামো

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এর অফিস ভবনের ৬ষ্ঠ তলার উপরে ৯,৭০,০০,০০০.০০ (নয় কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত একটি বড় পরিসরের মাল্টিপারপাস হল তৈরি করা হয়েছে।
- **বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ/সংশোধন/পদ উন্নীতকরণ:** এ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৮২ টি বিভিন্ন পদবীর (সামরিক এবং অসামরিক) নতুন পদ সৃষ্টি এবং টিওএন্ডইভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।
- **নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি:** এ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৫ টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

২.৬.২ প্রশিক্ষণ

- **ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স :** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ জন, নৌ বাহিনীর ০৫ জন, বিমান বাহিনীর ০৪ জন, সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন এবং বিদেশী ২৬ জনসহ সর্বমোট ৭৭ জন দেশী/বিদেশী সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে এনডিসি ২০১৫ সম্পন্ন করেন। উক্ত কোর্সের সমাপনী ও গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান মিরপুর সেনানিবাস্থ ডিএসসিএসসি এর শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এনডিসি-২০১৫ এর কোর্স মেম্বারদের গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করেন।

এনডিসি-২০১৫ এর বাংলাদেশী কোর্স মেম্বারদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করছেন।

এনডিসি-২০১৫ এর বিদেশী কোর্স মেম্বারদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করছেন।

- **আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স :** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ব্যবস্থাপনায় ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৮ জন, নৌবাহিনীর ০৫ জন এবং বিমান বাহিনীর ০৪ জনসহ সর্বমোট ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সাফল্যের সাথে কোর্স সম্পন্ন করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এএফডব্লিউসি-২০১৫ এর কোর্স মেম্বারদের গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করেন।

- **ক্যাপস্টোন কোর্স:** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটানো এবং তাদের মাঝে সৌহার্দ্য স্থাপন করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ০৫ জন জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য, ০৪ জন মেজর জেনারেল/সমতুল্য, ০৫জন সচিব/অতিরিক্ত সচিব, ০২ জন জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক, ০২ জন বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ০১ জন প্রধান প্রকৌশলী, ০২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ০৬ জন স্বনামধন্য/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ০১ জন নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের চিকিৎসক, ০২ জন এনজিও প্রতিনিধি, ০১ জন অতিরিক্ত আইজিপি এবং ০২ জন অনারারী কনসাল জেনারেলসহ ৩৩ জন অংশগ্রহণ করে সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ফেলো মেম্বারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গঠনমূলক আলোচনা এই কোর্সের মূল প্রয়াসকে সার্থক করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এএফডব্লিউসি-২০১৫ এর গ্রাজুয়েশন সনদপত্র বিতরণ করছেন।

মাননীয় স্পীকার কর্তৃক ক্যাপস্টোন ফেলো মেম্বারদের সনদপত্র বিতরণ

- **এমফিল ইন স্ট্রাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ :** ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের আওতায় উচ্চতর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এর অধীনে এম ফিল ইন স্ট্রাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ চালু করা হয়েছে। এ যাবত ০৪ জন বিদেশীসহ ৪৯ জন কর্মকর্তা এম ফিল সম্পন্ন করেছেন। আরও ২৯৮ জন কর্মকর্তা বর্তমানে এমফিল প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ০১ জন বিদেশীসহ সর্বমোট ৬৩ জন শিক্ষার্থী এমফিল পার্ট -১ সম্পন্ন করেন।
- **মাস্টার্স অব স্ট্রাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমএসডিএস) :** ২০০৭ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুরু হওয়া এএফডব্লিউসি কোর্সে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ এর অধীনে (২০০৮ সালে) মাস্টার্স অব ওয়ার স্টাডিজ কোর্সে মোট ৯৩ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ এর অধীনে ৮২ জন বিদেশী কর্মকর্তাসহ মোট ১৫৩ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স অব সিকিউরিটি স্টাডিজ ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪৬ জন বিদেশী কর্মকর্তাসহ মোট ৮৩ জন কর্মকর্তা মাস্টার্স অব স্ট্রাটেজিক এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ২২ জন বিদেশীসহ সর্বমোট ৪২ জন শিক্ষার্থী এমএসডিএস সম্পন্ন করেন।

২.৬.৩ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা

এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ক্যাপস্টোন, এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্সে বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অতিথি বক্তা হিসেবে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের এনডিসি এবং এএফডব্লিউসি কোর্স মেম্বারসহ ফ্যাকাল্টি ও স্টাফ অফিসারগণ বিভিন্ন দেশে বহির্দেশ শিক্ষা সফরে গমন করেন।

অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব কাজী হাবিবুল আউয়াল, সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ভারতীয় হাইকমিশনার পংকজ সরণ

২.৬.৪ প্রকাশনা

বিভিন্ন কোর্সের বাছাইকৃত গবেষণাপত্রের সমন্বয়ে ২০০১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশী/বিদেশী বিভিন্ন সামরিক/বেসামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রকাশনাগুলো বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০২টি এনডিসি জার্নাল, ০১টি নিউজলেটার, ০১টি কলেজ ব্রোসিউর এবং ০১টি বার্ষিকী পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে।

২.৭ ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ

ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর ১৯৭৭ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য সামরিক বাহিনীর নির্বাচিত অফিসারবৃন্দকে পরবর্তী উচ্চতর কমান্ড ও স্টাফ নিযুক্তির জন্য পেশাগতভাবে প্রস্তুত করা। উন্নত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ আজ শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়াতেই নয় বরং পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশের কমান্ড ও স্টাফ কলেজ সমূহের মধ্যে অন্যতম হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের চারটি উইং অর্থাৎ আর্মি, নেভী, এয়ার ও একাডেমিক উইং এর সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠান অদ্যাবধি ৩৯ টি সেনা, ৩১ টি নৌ এবং ৩৩টি বিমান বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২১৭৪ জন, নৌবাহিনীর ৪৩৩ জন, বিমান বাহিনীর ৫১৫ জন এবং বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এর ০৫ জন এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ ৩৭ টি দেশের ৮৬০ জন সামরিক কর্মকর্তাকে উল্লিখিত কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫-২০১৬ প্রশিক্ষণ বর্ষের কোর্সে ২৩ টি দেশের মোট ৬৭ জন বিদেশী অফিসার অংশগ্রহণ করেছে।

২.৭.১ অর্জন

- প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যবধি প্রশিক্ষণের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকভাবে দেশী বিদেশী সামরিক অফিসারদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর ডিএসসিএসসি কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- পেশাগত দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য ষ্টাফ কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। ডিএসসিএসসি কোর্সে ছাত্র কর্মকর্তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ডিএসসিএসসি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এতে দেশে বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ কোর্সে ছাত্র কর্মকর্তার বিবরণ নিম্নরূপ:

বাহিনীসমূহ	দেশী ছাত্র কর্মকর্তা	বিদেশী ছাত্র কর্মকর্তা	মোট
সেনাবাহিনী	১২০	২৮	১৪৮
নৌ বাহিনী	২৩	১১	৩৪
বিমানবাহিনী	১৯	১৩	৩২
মোট	১৬২	৫২	২১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ছাত্র কর্মচারীদের সনদপত্র বিতরণ

ডিএসসিএসসি কোর্স ২০১৪-২০১৫ এর অনুশীলন

২.৭.২ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

ডিএসসিএসসি'র ওয়েবসাইট (www.dscsc.mil.bd) নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ১৫ এমবিপিএস থেকে ৩০ এমবিপিএস এ উন্নীত করা হয়েছে। দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস, মাইক্রোসফট আউটলুক এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ/তথ্যের আদান প্রদান এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি ডাটা বেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২.৭.৩ আন্তর্জাতিক কার্যক্রম

বিগত ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ডিএসসিএসসি'র একটি প্রতিনিধি দল 'Joint Warfare Workshop for Sri Lanka' এ অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলংকা গমন করছেন।

শ্রীলংকায় জয়েন্ট ওয়ারফেয়ার ওয়ার্কশপ

২.৭.৪ উন্নয়ন কার্যক্রম

- দেশী বিদেশী সামরিক কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপিত সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ (সংশোধিত) প্রকল্পটি গত ১৪ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে;
- গত ০৭ অক্টোবর ২০১৫ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিএসসিএসসি'র নবনির্মিত একাডেমি ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নবনির্মিত একাডেমি ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' উদ্বোধন

২.৭.৫ প্রকাশনা

ডিএসসিএসসি কর্তৃক প্রতিবছর টর্চ (ফেব্রুয়ারি), নিউজ লেটার (জুলাই-ডিসেম্বর) এবং মিরপুর পেপার (ডিসেম্বর) প্রকাশ করা হয়।

২.৮ মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে মিরপুর সেনানিবাসে এমআইএসটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং প্রথম একাডেমিক কার্যক্রম ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সনে শুরু হয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৪৫ জন সামরিক বাহিনীর ছাত্র কর্মকর্তা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ১২টি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১৫৯০ জন বেসামরিক, ৩২৬ জন সামরিক এবং ০৩ জন বিদেশীসহ সর্বমোট ১৯১৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত ২৫৩৭ জন শিক্ষার্থী সফলতার সঙ্গে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাশাপাশি সম্প্রতি ০৬টি বিভাগে এমএসসি, এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে এমএসসি/এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ১৭৯ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছেন।

১৯৯৮ সালের ১৯ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এমআইএসটি'র কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

২.৮.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এমআইএসটি'র টাওয়ার বিল্ডিং-২ এর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইলেক্ট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে দুইটি নতুন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- মহিলা সামরিক অফিসারদের জন্য বিদ্যমান বাসস্থান ৪র্থ তলায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- সামরিক ছাত্র কর্মকর্তাদের বাসস্থান সংস্কারের কার্যক্রম চলছে।
- এ প্রতিষ্ঠানের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জিওটেকনিক্যাল ল্যাবের আধুনিকায়ন করা সহ নতুন সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।
- টাওয়ার বিল্ডিং-১ এ একটি ও টাওয়ার বিল্ডিং-২ এ নতুন দুটি লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- টাওয়ার বিল্ডিং-১ এ অবস্থিত জেনারেল মুস্তাফিজ মাল্টিপারপাস হলকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

এমআইএসটি'র টাওয়ার বিল্ডিং-১ এবং টাওয়ার বিল্ডিং-২

২.৮.২ সংগঠন ও মানবসম্পদঃ

- এমআইএসটি এর সাংগঠনিক কাঠামোর বিদ্যমান ৩৫৩টি পদকে ৬৫৫টি পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০২টি অধ্যাপক, ০১টি সহকারী অধ্যাপক, ০১টি প্রভাষকসহ সর্বমোট ০৪টি শূন্য পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ০২জন সহযোগী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৮.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- ইপিজেডসহ বিভিন্ন ভালনারেবল স্থাপনার সেফটি ইস্যু অ্যাসেসম্যান্ট, বেপজাসহ বিভিন্ন ইনভাইরনমেন্টাল কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

- ফায়ারিং রেজাল্ট অটোমেশন সিস্টেম উদ্ভাবন।
- এমআইএসটি CATS এর মাধ্যমে বিভিন্ন কনসালটেনসি কার্যক্রম চলমান যার মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন টেস্ট পরিচালিত হয়েছে।
- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে Automobile Testing and Repair Centre চালু করা হয়েছে।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে চালুকৃত Automobile Testing and Repair Centre

২.৮.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- এমআইএসটি'র ওয়েব সাইট এর উন্নয়ন, ক্লাউড সিস্টেম চালু করা সহ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এ প্রতিষ্ঠানের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়নরত দুই জন সামরিক ছাত্র কর্মকর্তা কর্তৃক Energy Efficient Burner উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- এমআইএসটি কর্তৃক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়েছে।
- এমআইএসটির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়ানুবর্তিতা পর্যবেক্ষণে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

২.৮.৫ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এমআইএসটি কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অবকাঠামো এবং নির্মাণ সামগ্রী বিষয়ক সিআইসিএম কনফারেন্স ও সিএসই বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ১৮তম কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আইসিসিআইটি-২০১৫ কনফারেন্স উল্লেখযোগ্য। ইউএসএ'তে অনুষ্ঠিত Rover Challenge 2015 প্রতিযোগিতায় এমআইএসটি'র সিএসই বিভাগের কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী (Mongol Barota) অংশগ্রহণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪৪টি টিমের মধ্যে ৯ম স্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া ইউএসএ'তে অনুষ্ঠিত Future Flight Design 2015 প্রতিযোগিতায় এমআইএসটির এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪৯টি টিমের মধ্যে যথাক্রমের ৮ম ও ১৯তম স্থান এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম স্থান অর্জন করেছে। পাশাপাশি দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এমআইএসটি পরিদর্শন করেন এবং এমআইএসটি'র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেন।

সিআইসিএম কনফারেন্স-২০১৫

রোভার চেলেঞ্জ-২০১৫ তে এমআইএসটির মঙ্গলবারতা টিম

২.৮.৬ প্রকাশনা

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেও এমআইএসটি থেকে এমআইএসটি জার্নাল অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, এমআইএসটি ম্যাগাজিন, এমআইএসটি নিউজ লেটার এবং এমআইএসটি প্রসপেক্টাস প্রকাশ করা হয়।

২.৯ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ৫৬ জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। আর্মি মেডিকেল কোরে প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি সামরিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের চিকিৎসাপরিচর্যার গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে বেসামরিক প্রশাসনকে সময়োচিত চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এমবিবিএস ডিগ্রীর জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত মেডিকেল ছাত্র/ছাত্রীদের পাঁচ বৎসরের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপনান্তে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস তথা জাতীয় পর্যায়ে উচ্চমান সম্পন্ন পেশাদার ডাক্তার তৈরি করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব।

২.৯.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- ২০15 সালে ৫টি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৩টি অফিস সহায়ক ও ১টি নিরাপত্তা প্রহরীর শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে। ১টি কিউরেটর, ১টি ট্যাক্সি ডার্মিষ্ট ও ১টি সহকারী লাইব্রেরিয়ানের শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ৪র্থ শ্রেণীর ২ জন মেসওয়েটারকে বাটলার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত এএফএমসি'র বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে অতিরিক্ত ১৩২টি জনবল বৃদ্ধি এবং ২৪টি যানবাহন নতুন ভাবে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- ১৫ টি মাল্টি মিডিয়া প্রোজেক্টর, ১৫টি ল্যাপটপ, ৫টি স্ক্যানার, ২টি স্পাইরাল মেশিন, ২টি লেমিনিটিং মেশিন এবং ২টি পেপার শ্রেডার মেশিন টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বেগবান করার জন্য আধুনিক শিক্ষাউপকরণ সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯.২ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

ক্যাডেটদের ভাল ফলাফলের জন্য ওসমানী, বিইউপি বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া একজন ক্যাডেট জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত হলে সিংগাপুরে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ফান্ড থেকে তাকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২.৯.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য-উপাত্ত, সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণ করার জন্য অন লাইন ক্যাডেট ম্যানেজমেন্ট ও রেজাল্ট প্রসেসিং সফ্টওয়্যার প্রচলন করা হয়েছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ওয়েবসাইটটি হালনাগাদকরণ ও কলেজ এরিয়া নেটওয়ার্কের এর আওতায় আনা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান সহজতর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ সমূহের ক্লাশরুম ডিজিটালাইজড এবং কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষাউপকরণ সংযোজন করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভর্তি প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে ২০১১ সাল থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে ক্যাডেট ভর্তির সকল কার্যক্রম চালু হয়েছে। এতে ভর্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রেরণ এবং বিজ্ঞাপন, ফলাফলসহ অন্যান্য তথ্যাদির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশ অন-লাইন এর মাধ্যমে করা হচ্ছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য-উপাত্ত, সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণ করার জন্য অন লাইন ক্যাডেট ম্যানেজমেন্ট ও রেজাল্ট প্রসেসিং সফ্টওয়্যার প্রচলন করা হয়েছে।
- ক্যাডেটগণের প্রফেশনাল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জন ও অতি অল্প সময়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত কলেজ অভ্যন্তরে অধিক গতি সম্পন্ন ওয়াই-ফাই সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ক্যাডেটগণ তাদের পেশাগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারছে।
- প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে উক্ত স্থান সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং এর ফলে কলেজের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

২.৯.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- কলেজের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও উন্নতি সাধনের জন্য বিদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল কলেজগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলছে। শিক্ষার প্রসারের অংশ হিসেবে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ অতি সম্প্রতি মেডিকেল বোর্ড অব ক্যালির্ফোনিয়া, ইউএসএ এবং ইউকে মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া মালয়েশিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ান মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এর স্বীকৃতি লাভের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- এ কলেজে বৈদেশিক ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় ২০১৪-২০১৫ শিক্ষা বর্ষে ১০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এ প্রতিষ্ঠান থেকে এমবিবিএস কোর্স ও ইন্টার্ণশীপ সম্পন্ন করে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফলে বাংলাদেশ এবং বিদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী (নেপাল-০৭ এবং ভারত-০৩) সহ বিভিন্ন দেশের মোট ৩৩ জন অধ্যয়নরত আছে।
- ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে কুয়েত মিলিটারী প্রতিনিধিদল ও অক্টোবর মাসে মায়ানমার আর্মড ফোর্সেস প্রতিনিধিদল ও ব্রিটিশ আর্মি প্রতিনিধিদল, ২০১৫ সালের মার্চ মাসে কুয়েত মিলিটারী প্রতিনিধিদল, এপ্রিল মাসে ভারতের মিলিটারী এ্যাটাচী, জুন মাসে ইউএসএ প্যাসিফিক রিজিওনাল কমান্ডিং জেনারেল প্রতিনিধিদল কলেজ পরিদর্শন করেন। উল্লিখিত সকল প্রতিনিধিদল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁদের নিজেদের দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতা কামনা করেন।

মায়ানমার আর্মড ফোর্সেস প্রতিনিধিদল

ব্রিটিশ আর্মি প্রতিনিধি দল

ইউএসএ প্যাসিফিক প্রতিনিধিদল

কুয়েত মিলিটারি প্রতিনিধি দল

২.৯.৫ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা/জার্নাল/সাময়িকী

- ২০০৫ সাল থেকে এ কলেজ "JAFMC" শিরোনামে একটি মানসম্মত মেডিকেল জার্নাল বছরে দুইবার নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে যা দেশে-বিদেশে মেডিকেল পেশাজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। জার্নালটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা বিষয়ক ওয়েব HINARI তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে;
- ক্যাডেটদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে 'উন্মেষ' নামে ০১টি ম্যাগাজিন, কলেজের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে 'এএফএমসি নিউজ লেটার' শিরোনামে ০২টি সংখ্যা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বছর ১ম বর্ষের ক্যাডেটগণ কর্তৃক দেয়াল পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

২.৯.৬ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও অর্জন

- আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ মাত্র ৫৬ জন ক্যাডেট নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১০০ এবং কলেজের সুনাম ও সুখ্যাতি আরও সুদৃঢ়করণের জন্য ২০১৪-২০১৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে আসন সংখ্যা ১২৫ এ উন্নীত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এর স্থাপনার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে।
- বর্তমান কম্পিউটার ল্যাবটিকে অত্যাধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে রূপদান, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও উন্নতমানের নতুন কম্পিউটার দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।
- আরামদায়ক পরিবেশে পড়াশুনার জন্য লেকচার হল-২ কে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সাউন্ড সিষ্টেম সমৃদ্ধ একটি আধুনিকমানের লেকচার গ্যালারীতে রূপান্তর করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সাউন্ড সিষ্টেম সমৃদ্ধ আধুনিক লেকচার হল-২

- চিকিৎসা শাস্ত্রের অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য নতুন সংস্করণের বই দ্বারা লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে পড়াশুনার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোনিবেশের জন্য লাইব্রেরির সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ই-লাইব্রেরি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এএফএমসি লাইব্রেরি স্টুডেন্ট কর্ণার

এএফএমসি লাইব্রেরি বুক কর্ণার

২.১০ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ) সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরির একমাত্র সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। কারখানাটি ১৯৭০ সালের ০৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে ০৫টি কারখানায় রাইফেল, কার্তুজ, গ্রেনেড উৎপাদন এবং গ্রেনেড ফিউজ ও ১০৫ মিঃমিঃ আর্টিলারি শেল এ্যাসেম্বলী করা হয়। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.১০.১ সাফল্য ও অগ্রগতি

সেনাসদরের চাহিদা অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৪০,০০৮ টি ৭.৬২ মিঃমিঃ অটো রাইফেল (বিডি-০৮), ৬৩.৫৮৫ মিলিয়ন ৭.৬২ মিঃমিঃ কার্তুজ (বিভিন্ন টাইপ) এবং ৪,০০,০০০ টি গ্রেনেড হ্যান্ড আর্জেস-৮৪ বিডি উৎপাদন করেছে।

২.১০.২ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- পরিবেশ বান্ধব প্রাইমার ক্যাপ উৎপাদনের জন্য নন-মার্কারী বেজ প্রাইমার ক্যাপ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
- কার্তুজ সংযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এফপি-৩ বিল্ডিং নিমার্ণ করা হয়েছে।
- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি হাই ক্যালিবার এ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
- আউট সোর্সিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ফাওকাল এলাকায় একটি অফিস বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে।
- উৎপাদন বৃদ্ধি ও কারখানার আধুনিকায়নে ১৭ (সতের) টি সিএনসি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

নন-মার্কারী বেজ প্রাইমার ক্যাপ ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট বিল্ডিং

হাই ক্যালিবার এ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং

২.১০.৩ মানবসম্পদ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিওএফ-এর জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

- বিভিন্ন স্তরে ১৯৩ টি শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন স্তরে ৯৯ টি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ:
  - ২৮ × সেনাবাহিনীর প্রাক অবসর সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান (বিওএফ টিটিসি)।
  - ১৯২ × বিওএফ এর সকল পর্যায়ের কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২.১০.৪ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- বিওএফ-এর তত্ত্বাবধানে ০৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।
- বিওএফ-এ কর্মরত সকল পর্যায়ের মহিলা কর্মচারীদের ছোট সন্তানদের অফিস সময়ে দেখাশুনার জন্য স্থাপিত ডে-কেয়ার সেন্টারটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত ডে-কেয়ার সেন্টার

২.১০.৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্রশাসনিক কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কাজ ডিজিটালাইজেশন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আইসিটি (Information & Communication Technology) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কারখানার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২.১০.৬ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তি অর্জন ও কাচাঁমাল ক্রয়ের লক্ষ্যে বিওএফ প্রতিনিধিদল চীন, তুরস্ক, বেলারুশ, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, মন্টিনিগ্রো ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন। উল্লিখিত দেশগুলোর প্রতিনিধিদলও বিওএফ পরিদর্শন করেছেন।

২.১০.৭ উন্নয়ন প্রকল্প

বিওএফ এর উৎপাদন সক্ষমতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধিকল্পে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

- Non Mercury Based Primer Cap Manufacturing Plant.
- ৬০ মিঃ মিঃ ও ৮২ মিঃ মিঃ মর্টার বোম্ব এবং ৬০ মিঃ মিঃ মর্টার তৈরি প্রকল্প।
- Fuze Manufacturing Plant for Grenade Hand Arges- 84 BD.
- Explosive Testing Lab স্থাপন প্রকল্প।

২.১১ আন্তঃ বাহিনী নির্বাচন পর্ষদ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক আর্মি সিলেকশন বোর্ড (ASB) গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে তিন বাহিনীর কর্মকর্তা নির্বাচনের লক্ষ্যে এই বোর্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (ISSB) হিসেবে পুনর্বিন্যাস করা হয়।

২.১১.১ আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদের কর্মপরিধি

- প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করা।
- প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতি সেশনে প্রায় ৫০০০ প্রার্থীর যথোপযুক্ত পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন একাডেমীতে প্রেরিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত অফিসার ক্যাডেটদের যোগ্যতা পুনঃমূলায়ন করার নিমিত্ত তাদের একাডেমিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

২.১১.২ প্রশিক্ষণ

সশস্ত্র বাহিনীতে দক্ষ, যোগ্য, চৌকস ও পেশাদার অফিসার নির্বাচনের জন্য যোগ্য নির্বাচকমন্ডলী তৈরির লক্ষ্যে এ সংস্থা কর্তৃক ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কোর্স, গ্রুপ টেস্টিং অফিসার কোর্স এবং সাইকোলজিস্ট কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১২ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড

বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা বিএএসবি সদর দপ্তর বিভিন্ন জেলায় ডিস্ট্রিক্ট আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড বা ডিএএসবিসমূহের মাধ্যমে সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিরত সদস্যদের কল্যাণার্থে তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে ‘সোলজারস, সেইলরস এন্ড এয়ারম্যানস বোর্ড’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতালাভের পর ১৯৭২ সাল থেকে এ সংস্থা ‘বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড’ নামে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে দেশের ২০টি জেলায় ডিএএসবি কার্যালয় চালু রয়েছে এবং আরও ১০টি জেলায় ডিএএসবির কার্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কর্মরত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের মানবিক কারণে/স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অব্যাহতির পক্ষে সত্যতা যাচাই, প্রাক্তন সদস্যদের/পোষ্যদের পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা এবং প্রাক্তন সদস্যদের বিভিন্ন সংস্থায় চাকরিতে পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সহযোগিতা করা।

২.১২.১ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- ডিএএসবি এবং মেডিকেল ডিসপেনসারি সমূহের কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন এবং স্ক্যানার প্রদান করা হয়েছে।
- সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অসহায় ছিন্নমুল মানবেতর জীবনযাপনকারীদের বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বাসনের নিমিত্ত সেনাকল্যাণ সংস্থার অর্থায়নে রংপুরে ০১টি ‘‘শান্তি নিবাস’’ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার কার্যক্রম গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় যানবাহন যেমন: জীপ ও মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।
- শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নব যোগদানকৃত সকল পর্যায়ের সদস্যদের জন্য প্রাক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২.১২.২ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পেনশন ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করার নিমিত্ত অটোমেশন পদ্ধতি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৩ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা ক্রয় অধিদপ্তর (ডিজিডিপি) এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে ১৯৭৬ সালে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর নামে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর একটি আন্তঃ বাহিনী প্রতিষ্ঠান যা মূলতঃ বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর ক্রয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করে থাকে। ডিজিডিপি তিন বাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক চাহিদাকৃত বিবিধ প্রকার সামগ্রী ও প্রতিরক্ষা দ্রব্যাদি দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় করে থাকে। এ ছাড়াও ডিজিডিপি সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত কর্মপন্থা/নীতিমালার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো।

২.১৩.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- ডিজিডিপি'র বর্তমান টিওএন্ডই ১৯৯৭ সালে সংশোধিত হয়। এতে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৭ জনে। সময়ের বিবর্তনে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে অফিস ভবনের স্থান সংকুলানের জন্য ডিজিডিপি'র ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের কার্যক্রম ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ডিজিডিপি'র অফিসের আয়তন ও সৈনিক লাইন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০১০ সাল থেকে ৬ তলার ভিত্তিসহ নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ২০১৫ সালে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।
- ডিজিডিপি'র সৈনিক লাইন ভবনের দুই পার্শ্বে বর্ধিতকরণ (৩য় তলার ভিত্তিসহ ৩য় তলা) নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- সৈনিক লাইনে বসবাসরত ব্যক্তিবর্গের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সৈনিক লাইন ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিডিপি'র পুরাতন অফিস ভবন

নির্মিত ৬ষ্ঠ তলা অফিস ভবন

২.১৩.২ প্রশিক্ষণ

এ সংস্থার ০৮ জন অফিসার ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউটে "Certificate Course in Supply Chain Management" (SCM) এবং "Advanced Certificate Course" শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ইডিপি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ০২ জন কর্মকর্তা নেটওয়ার্কিং ও প্রোগ্রামিং কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। আর্মি ট্রেনিং স্কুল, ঢাকা সেনানিবাস থেকে অফিস প্যাকেজের উপর ১১ জন অসামরিক করণিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২.১৩.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের কার্যক্রম আরও দ্রুততর ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তিগত বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- **ইলেক্ট্রনিক ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) বাস্তবায়ন:** সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, দ্রুততর ও আধুনিকায়ন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (এএফডি) এর নির্দেশে আগষ্ট ২০১২ থেকে ইলেক্ট্রনিক্স ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট (ই-ডিপি) প্রবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর ক্রয় কার্যক্রম ই-ডিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন (সিআরএস) ও সফট্ওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন (এসআরএস) তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে সফট্ওয়ার ডেভেলপমেন্ট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীতকরণ:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্বক্ষণিক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ঐ সকল স্থান মনিটরিং এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

- **টেন্ডার নোটিশ ও মেইল যোগাযোগের উন্নতীকরণ:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ডিজিডিপি'র নিজস্ব ওয়েব সাইটে টেন্ডার নোটিশ, ক্ষেত্র বিশেষে টেন্ডার স্পেসিফিকেশন, ক্রয় পরিকল্পনা এবং অন্যান্য তথ্য সার্বক্ষণিক আপডেট রাখা হচ্ছে।

২.১৩.৪ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- **সরবরাহকারীদের জন্য অপেক্ষাগার নির্মাণ:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরে সরবরাহকারীদের জন্য কোন অপেক্ষাগার না থাকায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরবরাহকারীদের জন্য একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী অপেক্ষাগার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- **লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা:** প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মচারীগণের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য একটি আধুনিক সুবিধা সংবলিত লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত লাইব্রেরিটিতে ক্রয় সংক্রান্ত, সরকারি বিধি-বিধান, ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন সাময়িকীর সংগ্রহ রয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- **বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ:** অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরেও ডিজিডিপি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

২.১৪ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এ সংস্থার কাজের প্রকৃতি ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বাহিনীত্রয় ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ সংস্থা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের অন্যতম প্রধান এ গোয়েন্দা সংস্থা। সংস্থায় একটি মহাপরিচালক ও সাতটি পরিচালকের পদ রয়েছে। সরকারকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এর অন্যতম দায়িত্ব।

২.১৪.১ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও অর্জন

- সদর দপ্তর ২৪ পদাতিক ডিভিশনে দ্বি-মাসিক সিএইচটিআইসি এবং রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি রিজিয়নে মাসিক আরইসি'তে অংশগ্রহণ এবং বিবিধ আঞ্চলিক গোয়েন্দা বিষয়সমূহ উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়করণ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের ক্লাশ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সৃষ্ট পাহাড়ী-বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার, প্রথম সচিব জনাব রাকেশ রামান কর্তৃক রাঙ্গামাটি সফরের গোয়েন্দা পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সফর অনুষ্ঠান পরিচালনা।
- USAID এর ০৫ জন কর্মকর্তা কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সফর এবং স্থানীয় বিভিন্ন নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও UNDP এর বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন উপলক্ষে দলের সার্বিক গোয়েন্দা নিরাপত্তা প্রদান সফলভাবে সম্পন্নকরণ।
- Indian War Vaterans দলের রাঙ্গামাটি সফর উপলক্ষে গোয়েন্দা নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

২.১৪.২ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- কক্সবাজার শাখার পাঁচতলা বিশিষ্ট সেইফ হাউজের আনুষঙ্গিক কাজ ও আসবাবপত্রসহ ৩য় তলার নির্মাণ কাজ, ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণ (শেষ পর্যায়) এবং অভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- ঘাটাইল শাখার জন্য অফিস ভবন এবং সৈনিক বাসস্থান নির্মাণের জন্য ২.৮৫ একর জমি হস্তান্তর এবং সৈনিক লাইনের (৫ম ভিতের উপর) আনুষঙ্গিক কাজসহ ৩য় ও ৪র্থ তলার নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- রাঙ্গামাটি শাখার জন্য জেনারেটর রুমসহ ১x৩০ কেভিএ জেনারেটর (সাউন্ড প্রুফ ক্যানপীসহ) সরবরাহ ও স্থাপন এবং অফিস বিল্ডিং এর পিছনে রিটেইনিং ওয়াল এবং হার্ডস্ট্যান্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
- বান্দরবান শাখার জন্য অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক কাজ ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ১ম তলা কমান্ডার অফিস, স্টোর ও ডাইনিং হল, ২য় তলা অফিস, চিত্তবিনোদন কক্ষ এবং ৩য় তলা সৈনিক ব্যারাক নির্মাণ (১ম পর্যায়) চলমান রয়েছে।
- ঢাকা সেনানিবাসস্থ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের জেসিও'স মেস, সৈনিক লাইন (বিল্ডিং নং ২০,২১ ও ২২) এবং নতুন নির্মাণাধীন এমটি অফিস লাইনের জন্য আনুষঙ্গিক কাজসহ সাব-মারসিবল পাম্প এবং ২০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার রিজার্ভারের বন্দোবস্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।
- চট্টগ্রাম শাখার শাখা অধিনায়কের জন্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১xঅফিস কমপ্লেক্স (৩য় তলার ভীতসহ নীচ তলা সম্পূর্ণ) নির্মাণ (১ম পর্যায়) চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন শাখায় কিছু কিছু কক্ষের টাইলস স্থাপন, দেয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, রং করা এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।

২.১৪.৩ সাংগঠনিক উন্নয়ন

- **সাংগঠনিক ইউনিট সৃজন:** বিভিন্ন জেলায় অত্র সংস্থার নতুন ৮(আট)টি শাখা অফিস সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শাখা অফিসকে ডি টাইপ শাখা থেকে বি টাইপ শাখায় উন্নীত করা হয়েছে।

- **নূতন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি:** গোয়েন্দা কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য বাগিং ডিভাইস, রেকর্ডিং ডিভাইস, স্পাই ফোন, ডিজিটাল রিপিটার, ডিজিটাল ওয়াকিটকি সেট, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মার্কস ইত্যাদি সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১৪.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- Computer Based Radio Network ক্রয় করা হয়েছে এবং Radio Link Up-gradation করা হয়েছে।
- Tel Exch এ Server স্থাপন করা হয়েছে।
- বগুড়া শাখার নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
- কক্সবাজার শাখার কর্মকর্তা এবং অফিসসমূহের জন্য আইপি ফোন বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্নেল জিএস এবং জিএসও-২ (কর্ড) এবং ইন্টারনেট সুবিধা ছাড়াও কক্সবাজার শাখার অনুকূলে ভিডিও কলের জন্য একটি ওয়েব ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২.১৪.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম

- সেনাবাহিনীর আওতায় ডিজিএফআই'তে কর্মরত ৩ জন বেসামরিক কর্মচারীকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন/বৈদেশিক নিয়োগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ডিজিএফআই'তে কর্মরত স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারীদের (চাকরি থেকে অব্যাহতি সাপেক্ষে) জিডি, পাচক ও মেসওয়েটার পেশায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতায় এসটিএমকে/মেহেনী প্রকল্পে প্রেরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.১৪.৬ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- **শূন্যপদ পূরণ:** প্রশাসনিক ব্যুরো (পার্স-বেসামরিক) কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬৪ জন বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ডিজিএফআই'র বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১২ জন বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ শাখায় ০২ জন সার্জেন্ট, ০৫ জন কর্পোরাল ও ০২ জন ল্যান্স কর্পোরাল পদে এবং রাজশাহী শাখায় ০২ জন কর্পোরাল সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** বিভিন্ন গোয়েন্দা কোর্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে।

২.১৫ আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর

মহান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি Attached Department হিসেবে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) গঠিত হয়। আইএসপিআর এর মূল কর্ম পরিধির মধ্যে রয়েছে: সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমে তুলে ধরা, সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায়ও কার্যকর ভূমিকা পালন, সশস্ত্র বাহিনীর জনসংযোগ ও মিডিয়ার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি ।

২.১৫.১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আইএসপিআর পরিদপ্তরে ১১ থেকে ১৬ গ্রেডের চারটি এবং ১৬ থেকে ২০ গ্রেডের একটি শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।
- মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আইএসপিআর এর সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

<table>
<tr><th>অর্থ বছর</th><th>কর্মচারী</th><th>প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম</th><th>প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান</th></tr>
<tr><td rowspan="5">২০১৪-২০১৫</td><td>০৮ জন</td><td>Training on Media Relations and Management</td><td>Management and Resources Development Initiative (MRDI), Dhaka.</td></tr>
<tr><td>০১ জন</td><td>9th Gender and Development Course</td><td>বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার।</td></tr>
<tr><td>০১ জন</td><td>Disaster Response Exercise and Exchange (DREE) 2014.</td><td>সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ।</td></tr>
<tr><td>০১ জন</td><td>মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স</td><td rowspan="2">আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।</td></tr>
<tr><td>০২ জন</td><td>ষ্টাফ ডেভেলপমেন্ট কোর্স</td></tr>
</table>

২.১৫.২ মিডিয়া সমন্বয়

আইএসপিআর গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা এবং জনসংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মিডিয়া কভারেজ/সমন্বয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল:

অর্থ বছর	মিডিয়া কভারেজ/সমন্বয়	সংবাদ বিজ্ঞপ্তি	দুর্বার/অনির্বাণ অনুষ্ঠান প্রচার	বিজ্ঞাপন প্রকাশ
২০১৪-২০১৫	২৪৮ টি	৪৯৬ টি	২৪ টি	১৩৮৩ টি

উক্ত মিডিয়া কার্যক্রমের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯ টি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সম পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের ৩৬ টি এবং বাহিনী প্রধানগণের ৭৪ টি কভারেজ হয়। যেখানে সফলতার হার ১০০% ছিল।

২.১৫.৩ আইএসপিআর পেশাদারিত্ব

- আইএসপিআর এর উদ্যোগে ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর তারিখে ঢাকা সেনানিবাসস্থ এএফএমআই অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের জন্য 'ইবোলা প্রতিরোধ প্রস্তুতি' বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়;

আইএসপিআর এর উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আয়োজিত বাংলাদেশের
শান্তিরক্ষীদের জন্য 'ইবোলা প্রতিরোধ প্রস্তুতি' বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন

- আইএসপিআর পরিদপ্তর পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতিসমূহ দায়িত্বশীলতা ও সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ড এর সঠিক চিত্র জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।
- আইএসপিআর জনসংযোগ কাজের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী মিডিয়া তথা সকলের নিকট একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আইএসপিআর কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যসমূহের নির্ভুলতার কারণে সময়ে সময়ে মিডিয়াও তা রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

২.১৬ ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ

ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ক্যাডেটদেরকে সুনাগরিক এবং চৌকস ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সামরিক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্যাডেটদেরকে সমাজের সকল ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ছেলেদের ০৯টি এবং মেয়েদের ০৩টি সহ মোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে।

২.১৬.১ ক্যাডেটদের সাফল্য

- প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড পরীক্ষায় ক্যাডেট কলেজ বরাবরই অত্যন্ত ভাল ফলাফল অর্জন করছে এবং অধিকাংশ শিক্ষা বোর্ডে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এইচএসসি, এসএসসি এবং জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এর হার ৯৯.৪৪%। নিম্নে ০৩ বছরের জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি'র ফলাফল দেখানো হলো:

সাল	এইচএসসি		এসএসসি		জেএসসি	
	পরীক্ষার্থী	GPA 5	পরীক্ষার্থী	GPA 5	পরীক্ষার্থী	GPA 5
২০১৫	৬১৩	৬১৩	৬০৫	৫৯৫	৫৯০	৫৯০
২০১৪	৬০৯	৬০৪	৬১০	৬০৮	৬৩১	৬৩০
২০১৩	৫৪৪	৫৩৮	৬১০	৬০৮	৬২৪	৬২৩

- ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ক্যাডেটরা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাম্প্রতিককালে ক্যাডেটদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে ৩০২ জন ক্যাডেট সামরিক বাহিনীতে অফিসার পদে যোগদানের লক্ষ্যে বর্তমানে মিলিটারী একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

২.১৬.২ প্রশিক্ষণ

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

ক। টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (TOT);
খ। পটেনশিয়াল এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসরস্ ট্রেনিং (PAPT);
গ। পটেনশিয়াল হাউস মাস্টার ট্রেনিং (PHMT);
ঘ। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং (SMT);
ঙ। ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
চ। কাতার সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট (QCCD) এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডঃ শওকত চান্দনা কর্তৃক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
ছ। ইংলিশ, ফ্রান্স ও চায়নিজ ল্যাংগুয়েজ কোর্স।

কাতার সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ

ক্যাডেট কলেজ সমূহে টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং

২.১৬.৩ ডিজিটাইজেশন

- সরকারের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্যাডেট কলেজ সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি ক্যাডেট কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। ফলে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির কার্যক্রম, একাডেমিক কার্যক্রম, অনুষদ সদস্য নিয়োগ কার্যক্রম, বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম, দাপ্তরিক চিঠি প্রেরণ ইত্যাদি ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

২.১৬.৪ নির্মাণ ও সংস্কার

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৯.৭৫ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম এবং ০৫টি ক্যাডেট কলেজে (রংপুর, বরিশাল, পাবনা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা) রেস্ট হাউস নির্মাণসহ বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ইনানী বীচ, কক্সবাজার ও ক্যাডেট কলেজ কেন্দ্রীয় রেস্ট হাউস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, প্রতিটি কলেজের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি কলেজের নিয়মিত বাজেট থেকে করা হচ্ছে।

ইনানী বীচ রেস্ট হাউস

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সুইমিংপুল

২.১৬.৫ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- ক্যাডেট কলেজ এবং যুক্তরাজ্যের Duke of Yorks Royal Military School, UK এর সঙ্গে গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পন্ন হয়েছে।
- Executive Principal, Duke of Yorks Royal Military School, UK এর আমন্ত্রণে গত ২৭ মার্চ ২০১৫ থেকে ০৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ জন কর্মকর্তা/অনুষদ সদস্য ও ২০ জন ক্যাডেট Adventure Training এ অংশগ্রহণ করেন।
- ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের কাতার সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট (QCCD) কাতার কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে QCCD এর সঙ্গে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাতার সেন্টার ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট (QCCD) কাতার কর্তৃক প্রথম ধাপে ২৯ মার্চ ২০১৫ হতে ০২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.৬ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেট ও কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের চিকিৎসাজনিত এবং মৃত্যুজনিত কারণে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আর্থিক সাহায্য বাবদ মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.৭ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- ক্যাডেট কলেজ সমূহের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের অবসর/পেনশন গ্রহণের কারণে সৃষ্ট শূন্য পদে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৮১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ১২টি আইসিটি প্রভাষক পদ এবং ১২টি ল্যাবঃ সহকারী (কম্পিউটার) সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা প্রশিক্ষক পদ সৃজনের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.১৭ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠন যা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। দেশের যুব সমাজ তথা ইউনিভার্সিটি, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামরিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্বদান ও দেশ সেবার মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাবেক ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর, বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর (BCC) ও জুনিয়র ক্যাডেট কোর কে একীভূত করে ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড/সাফল্য বছরব্যাপী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ড্রিল, অস্ত্র প্রশিক্ষণ (ফায়ারিং ও বেয়োনেট ফাইটিং), ফিল্ড ট্রেনিং (ফিল্ড ক্রাফট, ব্যাটেল ড্রিল, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং), সামরিক ইতিহাস পাঠ, ম্যাপ রিডিং, আন-আর্মড কম্ব্যাট, ফাস্ট এইড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সমাজ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও চর্চার উপর প্রশিক্ষণ, রেপলিং ও দুঃসাহসিক অভিযান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ, দেশ সেবায় ত্যাগের মনোভাব গঠন ও সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগানো ও সুশৃংখল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।

২.১৭.১ সাংগঠনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তর ০৫টি রেজিমেন্ট (সেনা) ও ০২টি উইং (নৌ ও বিমান) নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আরও ০৩টি নতুন রেজিমেন্টের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন ০৩টি রেজিমেন্টের জন্য ২১টি সামরিক ও ২০৪টি বেসামরিকসহ সর্বমোট ২২৫টি পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- তিস্তা রেজিমেন্ট, রংপুর ও কপোতাক্ষ রেজিমেন্ট, যশোরে প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- শেরেবাংলা রেজিমেন্ট, বরিশালে প্রশাসনিক ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৭.২ প্রশাসনিক অর্জন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১১-১৬ গ্রেডের ১৩টি পদ এবং ১৭-২০ গ্রেডের ৩০টি পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** উচ্চমান সহকারী থেকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে ০১ (এক) জন, অফিস সহকারী পদ থেকে উচ্চমান সহকারী পদে ০৫ (পাঁচ) জন এবং ক্যাশিয়ার পদে ০১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **চাকরির সুবিধা বৃদ্ধি:** বিএনসিসি অধিদপ্তরের ক্যাডেটদেরকে সামরিক বাহিনীতে সৈনিক পদে চাকরি প্রদানের এবং অফিসার পদে এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ক্যাডেটদের সরাসরি আইএসএসবিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- **রেজিমেন্ট প্রশিক্ষণ অনুশীলন:** বিএনসিসি অধিদপ্তরের ০৫টি রেজিমেন্ট (সেনা) ও ০২টি উইং (নৌ ও বিমান) এর তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুশীলনে ৩,৫৬২ জন ক্যাডেট অংশ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুশীলন:** ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অনুশীনে ২০১৪-২০১৫ প্রশিক্ষণ বর্ষে ০২টি পর্বে ৮,৯৫৬ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের এসল্ট কোর্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

বিএনসিসি ক্যাডেটদের ফায়ারিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

- **বিজয় দিবস:** মহান বিজয় দিবস প্যারেড-২০১৪ উপলক্ষ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশে বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেছেন।
- **মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস:** মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকায় আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে বিএনসিসি'র ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিএনসিসি ক্যাডেটদের সালাম গ্রহণ

বিএনসিসি ক্যাডেটদের মহান বিজয় দিবস প্যারেডে অংশগ্রহণ

- **কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুশীলন (CTE):** এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমী বাইপাইল, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৭০০ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময়ে ৯,৩০০ জন ক্যাডেট ক্যাপসুল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সামরিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিবিধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের বেয়নেট ফাইটিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

বিএনসিসি ক্যাডেটদের এসল্ট কোর্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

২.১৭.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- বিএনসিসি ক্যাডেটগণ রাষ্ট্রের উন্নয়নে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকেন। যেমন: অগ্নি নির্বাপণ মহড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবসে আয়োজিত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।
- বৃক্ষরোপণ অভিযান, রক্তদান কর্মসূচী, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, যেকোন বড় ধরনের দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিএনসিসি ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের অগ্নি নির্বাপণ মহড়ায় অংশগ্রহণ

বিএনসিসি ক্যাডেটদের স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

২.১৭.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- **ভারত সফর:** ১১ নভেম্বর ২০১৪ হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০১ জন অফিসার ও ০৬ জন ক্যাডেট উড়িষ্যা সফর করেন। ১৫ অক্টোবর ২০১৪ হতে ২২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০১ জন অফিসার ও ০৮ জন ক্যাডেট কর্ণাটক সফর করেন। ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ জন অফিসার ও ১২ জন ক্যাডেট দিল্লী সফর করেন।
- **শ্রীলংকা সফর:** বিএনসিসি অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে ১০ অক্টোবর ২০১৪ হতে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ০৪ জন অফিসার ও ১০ জন ক্যাডেট (ছেলে ও মেয়ে) শ্রীলংকা সফর করেছেন।
- **বিদেশী ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর:** মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারত থেকে ০৩ জন অফিসার ও ২০ জন ক্যাডেট, শ্রীলংকা থেকে ০২ জন অফিসার ও ১০ জন ক্যাডেট এবং মালদ্বীপ থেকে ০১ জন অফিসার ও ০৪ জন ক্যাডেট বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়ে ভারত ও শ্রীলংকার এনসিসি'র মহাপরিচালকবর্গ বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালীন তাঁরা দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করেন এবং দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশে সফরকৃত বিদেশী এনসিসি দল

২.১৮ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধিদপ্তর আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণসহ আবহাওয়া, জলবায়ু, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেত প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সুনামির সতর্ক সংকেত, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপদ বিমান চলাচলের জন্য বিভিন্ন পূর্বাভাস ও সতর্ক সংকেতসহ নিরাপদ নৌ চলাচলে নদীবন্দরের জন্য পূর্বাভাস এ অধিদপ্তর প্রদান করে থাকে। কৃষি, খাদ্য ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জলবায়ু তথ্য, এ সংক্রান্ত ঋতুভিত্তিক পূর্বাভাস, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পূর্বাভাস সংক্রান্ত কার্যাদিও আবহাওয়া অধিদপ্তর সম্পাদন করে। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রয়োগবিদ্যার মাধ্যমে এ অধিদপ্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ দপ্তরের ৩৫টি প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ১০টি পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার, ৩টি রইনসন্ডি পর্যবেক্ষণাগার, ১১টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, ৪টি রাডার ষ্টেশন, ৪টি স্যাটেলাইট ইমেজ রিসিভিং গ্রাউন্ড ষ্টেশন, ৪টি ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণাগার, ১টি মেরিন মেটিওরোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণাগার ও ৮টি বিমানবন্দর পর্যবেক্ষণাগার ও পূর্বাভাস কেন্দ্রের উন্নয়নসহ ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে কক্সবাজার, খেপুপাড়ায় স্থাপিত রাডার দু'টিকে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ডপলার রাডার স্থাপন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মৌলভীবাজারে ১টি নতুন রাডার স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৩টি নৌ-পূর্বাভাস কেন্দ্র, ৭টি কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার এবং ৫টি ১ম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৮.১ নির্মাণ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়

- ঢাকায় SWC ভবনের তৃতীয় তলায় নিউমেরিকেল ওয়েদার প্রটেকশন (NWP) ইউনিট পরিচালনার জন্য নির্মাণ এবং স্থিত ৩২ টি পর্যবেক্ষণাগারের আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- সিলেট ও ফেণীতে নতুন ২টি অফিস ভবন, সিলেটে ১টি ইন্সপেকশন বাংলো এবং ঢাকা ও সিলেটে ৩টি আবাসিক ভবনসহ মোট ৬টি ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।
- কম্পিউটার-১০টি, ল্যাপটপ-২টি, ফটোকপিয়ার-২টি, ডুপ্লিকেটিং মেশিন-২টি, ১০০ কেভিএ ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর-১টি এবং ৩২টি স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ফার্ণিচার এবং ৩টি পাইলট বেলুন থিওডোলাইট ক্রয় করা হয়েছে।
- সিলেট ও ফেণী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের জন্য ২টি অটোমেটিক ওয়েদার সিস্টেমসহ অন্যান্য কনভেনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতি এবং সিলেটের জন্য রইনসন্ডি সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে।

২.১৮.২ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরে বিভিন্ন গ্রেডের মোট ৫১টি কর্মচারীর পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- ৭৩ কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ১৪৪ জন কর্মচারী চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা ভোগ করছে।
- অধিদপ্তরীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধিদপ্তরের ৫৪ জন ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১১ জন কর্মচারীকে এবং পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট এর ৩৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৮.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর শিক্ষামূলক প্রচারণা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহণসহ Website কে হালনাগাদ ও আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন টিভি উপস্থাপনা, Storm Surge Model এর উন্নয়ন এবং Inundation Model এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় অঞ্চল ভিত্তিক Storm Surge পূর্বাভাস প্রদানসহ ভবিষ্যৎ জলবায়ু Projection তৈরি ও ভূমিকম্প নিরীক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২.১৮.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রচেষ্টায় বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO), Japan International Co-operation Agency (JICA) ও অন্যান্য দাতা সংস্থা, উন্নত দেশের সমৃদ্ধ আবহাওয়া সার্ভিস সমূহ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া-জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্রসমূহ সরাসরি এ অধিদপ্তরের সংগে সম্পৃক্ত রয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কবাণী প্রদানের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'The Seconed Training Workshop under the UNESCAP Project during 25-28 August 2014, The Sixth Session of the South Asian Climate Outlook Forum (SASCOF-6) during 19-23 April 2015 এবং The Seventh Monsoon Forum during 25-26 May, 2015' এর উপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কনফারেন্স এ অধিদপ্তরের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

South Asian Climate Outlook Forum এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

Training Workshop on Tsunami Exercise এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

২.১৮.৫ উন্নয়ন কার্যক্রম

- "Establishment of Numerical Weather Prediction System (2nd Phase-Revised)" প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরীয় পর্যবেক্ষণাগারগুলোকে NWP System উপযোগী করে রাডার স্টেশনগুলোর সংগে সম্পৃক্ত করে প্রাপ্ত সকল তথ্য NWP পদ্ধতিতে বিশ্লেষণপূর্বক স্থান ও সময়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- আওতায় আবহাওয়া উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস পদ্ধতির মান উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অধিকতর নির্ভুল আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের লক্ষ্যে "Improvement and Extension of DMO Sylhet & PBO Feni" প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পর্যবেক্ষণ গ্রহণ পদ্ধতির আধুনিকায়নসহ ডিজিটাল মিটিওরোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর নির্ভুল আবহাওয়া তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

নির্মাণাধীন নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস, সিলেট

২.১৯ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ গবেষণা ও প্রয়োগধর্মী উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান। মহাকাশ প্রযুক্তিভিত্তিক গবেষণা ও এর যথাযথ প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৯৯১ সালের ২৯ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বন ও পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য, ভূ-তত্ত্ব, মানচিত্র অংকন, পানি সম্পদ, ভূমি ব্যবহার, আবহাওয়া, ভূগোল, সমুদ্রবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা কাজে নিয়োজিত এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল, তত্ত্ব ও তথ্য বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী সংস্থাকে সরবরাহ করে থাকে। এর মাধ্যমে স্পারসো জন্মলগ্ন থেকেই ভূ-সম্পর্কিত গবেষণার বহুবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

২.১৯.১ অর্জনসমূহ

- **দূর অনুধাবন ও জি আই এস প্রযুক্তিভিত্তিক জলাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন:** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলাবদ্ধতার কারণে আবাদী জমির ফসলহানিসহ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিভিন্নমূখী প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে জলাবদ্ধ-স্থান এবং জলাবদ্ধতাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য নেই এবং জলাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণের নিয়মিত কোন ব্যবস্থাও নেই। এ অবস্থায় দূর অনুধাবন ও জি আই এস প্রযুক্তিভিত্তিক একটি জলাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে স্পারসো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং সম্প্রতি তা সমাপ্ত হয়েছে। এ কার্যক্রমের একটি অংশ হিসেবে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় অবস্থিত ভুতিয়ার বিলের জলাবদ্ধতার উপর একটি 'পাইলট স্টাডি' সম্পাদন করা হয়। এ 'পাইলট স্টাডি' থেকে প্রাপ্ত দূর অনুধাবন প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণব্যবস্থা স্থাপনের কাজ চলমান আছে যা ২০১৬ সালে শেষ হবে। ব্যবস্থাটি স্থাপিত হলে দেশে জলাবদ্ধতার গতি-প্রকৃতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।
- **দূর অনুধাবন ও জি আই এস প্রযুক্তিভিত্তিক নদী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন:** নদ-নদীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নদ-নদীর অবস্থান, আকার-আকৃতিগত অবস্থা, আকার-আকৃতিগত পরিবর্তনের প্রবণতা ইত্যাদি প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও পর্যালোচনার জন্য স্পারসো দূর অনুধাবন ও জি আই এস প্রযুক্তিভিত্তিক একটি নদী পর্যবেক্ষণব্যবস্থা স্থাপনের জন্য গবেষণাকাজ পরিচালনা করছে। এ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে সারা দেশের নদ-নদীর অবস্থান ও আকার-আকৃতিগত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের নদ-নদীসমূহের উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইটভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারীদের জন্য তথ্য ও উপগ্রহ চিত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ সব তথ্য-উপাত্ত প্রতিদিনের আবহাওয়া, ফসলের উৎপাদন এলাকা নির্ধারণসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

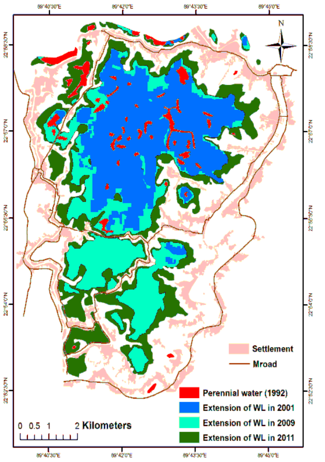

ভুতিয়ার বিলে শুকনো মৌসুমে (মার্চ-এপ্রিল) জলাবদ্ধতার বিস্তার

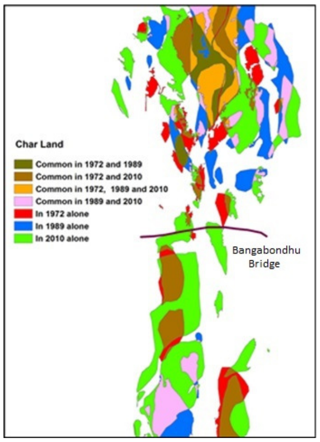

বঙ্গবন্ধু সেতুসংলগ্ন যমুনা নদীর চরসমূহের আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন

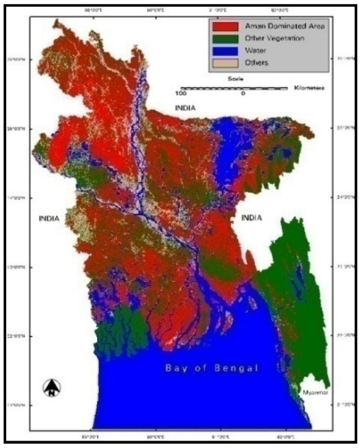

আমন এলাকার মানচিত্র ২০১৪

২.১৯.২ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা

- বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) এর সঙ্গে Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Institute of Technology (AIT), Centre for Space Science and Technology Education in Asia and the Pacific (CSSTE-AP), Inter Islamic Network on Space Sciences and Technology (ISNET), Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে।
- ২০১৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত United Nations Office of the Outer Space Affairs (UNOOSA) এবং Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) কর্তৃক আয়োজিত Space Law Workshop এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। APSCO আয়োজিত একাধিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রশাসনিক প্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৮ম

সভায় স্পারসো অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল APSCO-র '৯ম কাউন্সিল সভায়' অংশ গ্রহণ করেছেন।

APSCO আয়োজিত '৮ম প্রশাসনিক প্রধান সভা'

APSCO আয়োজিত '৯ম কাউন্সিল সভা'

২.১৯.৩ বৈদেশিক নিয়োগ কার্যক্রম

স্পারসোর একজন কর্মকর্তা Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) সচিবালয়, চীন এর বেইজিং-এ ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত আছেন।

২.১৯.৪ প্রশাসনিক ও অন্যান্য

- **শূন্যপদ পূরণ:** স্পারসোর ১৫টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য ১৫টি শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** স্পারসোতে মহাকাশ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ, ভৌত ও কারিগরি সুবিধা রয়েছে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্পারসোতে অনুষ্ঠিত হয়। স্পারসোর বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে স্পারসোর বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন APSCO, JAXA, AIT তে নিয়মিত, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্পারসোর ১৬ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, মহাকাশ প্রযুক্তিবিষয়ক জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে স্পারসো সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/প্রতিষ্ঠানসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।
- **বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:** স্পারসোর বিভিন্ন বিভাগ অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। স্পারসোর নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে এবং সকল কর্মকর্তাদের ই-মেইল ও ইন্টারনেট এক্সেস রয়েছে। স্পারসো ক্যাম্পাসে WiFi সুবিধাও বিদ্যমান। স্পারসোতে বিদ্যমান Satellite Ground Station এর মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৬৫৭ GB Satellite Data সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সব ডাটা প্রতিদিনের আবহাওয়া, ফসলের উৎপাদন এলাকা নির্ধারণসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়।
- **প্রকাশনা:** স্পারসোর বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল আর্ন্তজাতিক জার্নালে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

২.২০ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর একটি জাতীয় মানচিত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তর টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রণয়ন এবং জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) ও বাংলাদেশ-মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণের দায়িত্বও এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এছাড়া আকাশ আলোকচিত্রের সংরক্ষণ এবং সকল প্রকার জরিপের মান নিয়ন্ত্রণসহ জরিপের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে জরিপ অধিদপ্তর কাজ করে থাকে।

২.২০.১ অর্জনসমূহ

- **মানচিত্র প্রণয়ন:** বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহত্তর স্কেলের (১: ৫০,০০০, ১:২৫০,০০০, ১:৫০০০) টপোগ্রাফিক মানচিত্রসহ বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র প্রণয়ন করে। বিগত অর্থ বছরে (২০১৪-২০১৫) অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্কেলের (১:৫০,০০০ স্কেলের ৬২,৩৮২ কপি ও ১:২৫০,০০০ স্কেলের ৭,৮০০ কপি) মোট ৭০,১৮২ কপি মানচিত্র মুদ্রণ করা হয়েছে এবং মোট ১,০৫,২১১ কপি ম্যাপ বিক্রয় করা হয়েছে।
- **আকাশ আলোকচিত্র সরবরাহকরণ:** ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিভাগ/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে ১,২৪৯ কপি আকাশ আলোকচিত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

- **জিওডেটিক জরিপ কাজ:** সেকেন্ড অর্ডার জিপিএস সার্ভারের মাধ্যমে ১৭টি পয়েন্টের ভৌগোলিক স্থানাংক নির্ণয় করা হয়েছে। ITRF-1992 কো-অর্ডিনেট সিস্টেম হতে ITRF-2008 কো-অর্ডিনেট সিস্টেমে ভৌগলিক স্থানাংক রূপান্তরের জন্য ২২টি কন্ট্রোল পয়েন্টে জিপিএস পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় প্রস্তাবিত সেনানিবাস এলাকার ১:৫০০০ স্কেলের ডিজিটাল মানচিত্র প্রস্তুত করে সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- **উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:** মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ৪৯৭ (চারশত সাতানব্বই)টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট এর ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে।
- **ভূ-উপাত্ত সরবরাহ:** বিভিন্ন সরকারি/বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৪০৩ (চারশত তিন) টি হরাইজেন্টাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এর ভৌগোলিক স্থানাংক এবং ৭৭০(সাতশত সত্তর)টি ভার্টিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এর গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা সরবরাহ করা হয়েছে।

২.২০.২ প্রশিক্ষণ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১২ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩৪ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে অধিদপ্তরের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে কম্পিউটার-এর বিষয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৯৬ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মানচিত্র প্রণয়নের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

২.২০.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

অধিদপ্তরের জন্য একটি ইন্টারনেট ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালটি উন্নত করার জন্য ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। “ইনফো-সরকার-২” প্রকল্পের আওতায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর সঙ্গে অধিদপ্তর সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া সিটিজেন চার্টারসহ অধিদপ্তরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েব সাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২০.৪ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

- UN-GGIM Working Group কর্তৃক পরিচালিত Asia Pacific Regional GNSS Observation Campaign 2014 এ অংশ গ্রহণ করেছে।
- ভারত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্ককরণ কার্যক্রমের আওতায় Intergovernmental Oceanographic Commission এর অধীন University of Hawai Sea Level Centre এ টাইডাল উপাত্ত প্রেরণপূর্বক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- “Assessment of Causes of Sea-Level Rise Hazards and Integrated Development of redictive Modeling Towards Mitigation and Adaptation (BAND-AID)” An International Project of the BELMONT FORUM এর সঙ্গে GNSS Station এর Data আদান-প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২.২০.৫ IDMS কার্যক্রম

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের "Improvement of Digital Mapping System of Survey of Bangladesh (2nd Revised)" প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ১:২৫০০০ স্কেলে এবং বিভাগীয় শহরের ১:৫০০০ স্কেলে টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রস্তুত করছে। বাংলাদেশের সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য সংবলিত টপোগ্রাফিক ম্যাপ ও ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি এবং সরবরাহ করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

ধামালকোট ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারের একাংশ

২.২১ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর

সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস (সাভূসে) অধিদপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। সাভূসে অধিদপ্তরের প্রধান এর পদবী উন্নীত করে মহাপরিচালক করা হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতায় ০৩টি সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, ১৯টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রয়েছে। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট জনবল সংখ্যা ১৬৬। সাভূসে অধিদপ্তর সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগীয় ভূমির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সেনানিবাসের পৌর কার্যাদি পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২.২১.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- অধিদপ্তরের বিদ্যমান ভবনের পশ্চিমাংশের ২য় তলার উপর ৩য় তলা নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীন ৩৪শয্যা বিশিষ্ট পুরাতন জেনারেল হাসপাতালটিকে ১০০শয্যা বিশিষ্ট “সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল” এ রূপান্তর করে একাধিক ওটি সুবিধাসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীন পুরাতন ডিসপেন্সারীর স্থলে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট “চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল” নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালে ইতোমধ্যে একাধিক ওটি সুবিধাসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে।

সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আধুনিক যন্ত্রপাতি

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল

- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে সম্প্রতি শহীদ মঈনুল হোসেন রোডে এবং প্রয়াস সংলগ্ন নির্ঝর আবাসিক এলাকায় অত্যাধুনিক খেলনা স্থাপনসহ ০২টি আধুনিক শিশুপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

শিশু পার্ক, শহীদ মঈনুল রোড এলাকা, ঢাকা

শিশু পার্ক, নির্ঝর আবাসিক এলাকা, ঢাকা

- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতায় রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ০৬তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক “রজনীগন্ধা টাওয়ার” নামে সুপার মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ১৫৪টি দোকানের স্থান রাখা হয়েছে এবং প্রায় ১০০০জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে মিরপুর ডিওএইচএস-এ ১১তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স মার্কেট ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। এতে ৩০১টি দোকানের স্থান রাখা হয়েছে এবং প্রায় ২০০০জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান হবে।

রজনীগন্ধা টাওয়ার

মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স

- সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে ০৬তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক “ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সুপার মার্কেট” ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। এ মার্কেটে ১৬৮৮টি দোকানের স্থান রাখা হয়েছে এবং প্রায় ৭০০০জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান হবে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সুপার মার্কেট এলাকায় ০৮তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক “গোমতি টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স” নির্মাণাধীন রয়েছে। এতে ৫১২টি দোকানের স্থান রাখা হয়েছে এবং প্রায় ৩০০০জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান হবে।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সুপার মার্কেট, সাভার

গোমতি টাওয়ার, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

২.২১.২ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানো ও সেবাসমূহ সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল পর্যায়ের কর্মচারীসহ সেনানিবাস ঘোষিত এলাকায় বসবাসরত জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে ০২টি জেনারেল হাসপাতাল, ০৭টি ডিসপেন্সারী এবং ০৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রায় ১,৮০,০০০জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছেন।

২.২১.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- বর্তমান সরকারের "ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার" প্রত্যয়ে এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরকে আইসিটি ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ই-সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আইসিটি দক্ষ জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোর ব্যবস্থাপনার জন্য Inventory Management System সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্টোরের মালামাল ক্রয়, সংরক্ষণ ও বিতরণের যাবতীয় বিষয়াদি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উক্ত সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মালামালের চাহিদা পূর্বেই নিরূপণ, ক্রয়কৃত মালামালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত এবং অপচয় রোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে।
- সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে Hospital Management Software প্রবর্তন করা হয়েছে। হাসপাতালের আউটডোর ও ল্যাবের কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়েছে এবং ইনডোর অটোমেশনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- নাগরিক সেবা সহজীকরণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব/চারিত্রিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ, আবাসিক/ট্রানজিট পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স(নতুন/নবায়ন), ডিওএইচএস এলাকার পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রস্তুতসহ রাজস্ব আদায় অটোমেশন করার জন্য Online Application Process System and Revenue Collection Software প্রস্তুতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে আভ্যন্তরীণ কাজের গুণগত পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি হবে।

২.২১.৪ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা/প্রণয়ন/সংশোধন/বঙ্গানুবাদ

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইন সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য প্রচলিত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তদানুযায়ী সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের জন্য প্রচলিত ১০টি ইংরেজী আইন ও বিধিমালা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং প্রথমে 'দি ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯২৪' বাংলায় ভাষান্তর পূর্বক নতুন করে বাংলা ভাষায় পুনঃপ্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.২১.৫ অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

এ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৩জন জনবল সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ১০জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রাজস্ব খাতভুক্ত ১০জন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য (শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ) প্রায় ১৫০টি শূন্য পদের জন্য জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পূর্ত কাজের জন্য সর্বমোট ২২,৩১,২৫,৪০০/- (বাইশ কোটি একত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত) টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৮টি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে।

২.২২ গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর

গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর সরকারের গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তার মাধ্যম সাইফার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষায়িত টেকনিক্যাল দপ্তর। এ দপ্তরটি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, ডিজিএফআই, কোস্ট গার্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনএসআই, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, জেলা পুলিশ সুপার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক ১১টি সংস্থার গোপন যোগাযোগের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সাইফার দলিলাদি/গুপ্তি উপকরণ, ক্রিপ্টোসফটওয়্যার এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি উৎপাদন/তৈরি করে সরবরাহকরণ এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকার কর্তৃক একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

২.২২.১ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি প্রণয়নের বিষয়টি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২ (দুই) জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছেন।
- ১ (এক) জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- ২ (দুই) জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীর পেনশন মঞ্জুরি ও আনুতোষিক এবং ১ (এক) জনের অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুরি ও নগদায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ১০ (দশ) জন কর্মচারীর টাইম স্কেল মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

২.২২.২ প্রশিক্ষণ

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের ১১ (এগারো) জন কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যথা, আরপিএটিসি, বিআইএম ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের ১ (এক) জন কর্মকর্তা CMC, New Delhi, India এ অনুষ্ঠিত ৮ (আট) সপ্তাহের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স "Certificate Course in Linux (including Linux, Administration, RDBMS, exposure to ITIL & CLOUD Computing)" এ অংশগ্রহণ করেন।

কম্পিউটার ল্যাবে দলিল উৎপাদন কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সাইফার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২.২২.৩ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি ও স্থাপন

২০০৭-২০০৯ অর্থ বছরে সংগৃহীত মুদ্রণ যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে ২ (দুই) টি এয়ার কন্ডিশনার ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দপ্তরের Physical, Technical & Document Security এবং Time Management নিশ্চিত করার জন্য Access Control System & CCTV Surveillance System সাংগঠনিক কাঠামোভুক্তকরণসহ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২২.৪ সাইফার দলিল উৎপাদন

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৮৮ কপি সাইফার দলিল উৎপাদন করা হয়, যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮০০০। একই সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য মোট ৪৪৯ কপি সাইফার দলিল উৎপাদন করা হয় যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭০৫০। এ সময়-ব্যপ্তিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য মোট ৪৯৩২০ পৃষ্ঠার ৭৯৬ কপি দলিল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য এ বছর মোট ৯২৬০ পৃষ্ঠার ৮৯ কপি দলিল উৎপাদন করা হয়।

২.২২.৫ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ দপ্তর সফট্‌ওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দপ্তরের বেশ কিছু কম্পিউটারে LAN ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগ, তথ্য আদান প্রদান, সাইফার দলিলাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে Composition & Compilation, মুদ্রণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যাবলী গতিশীল ও অধিকতর সহজ হয়েছে।

২.২২.৬ পরিদর্শন

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গুপ্তসংকেত পরিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৬ (ছয়) টি জাহাজের গুপ্তিকেন্দ্রসমূহ এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সদর দপ্তরের গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। গুপ্তিকেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ও সাইফার পদ্ধতিসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগের সার্বিক নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্য গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম অপরিহার্য।

২.২৩ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অর্থ অধিদপ্তরের নাম করা হয় বাংলাদেশ মিলিটারী একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট (বিএমএডি)। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত নিরীক্ষা ও হিসাবের পরিবর্তে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য সামরিক হিসাব বিভাগ হিসেবে ১৯৮২ সালে ডিফেন্স ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট (ডিএফডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক খাতের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা, ব্যয় ও আন্তঃনিরীক্ষাসহ সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (সিজিডিএফ)-এর মূল দায়িত্ব।

২.২৩.১ সংগঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

- সিজিডিএফ কার্যালয়ের দুটি আঞ্চলিক অর্থ নিয়ন্ত্রক কার্যালয় সিলেট ও ঘাটাইল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স পদটিকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।
- এসএফসি (এয়ার) কার্যালয়ের অফিসকে কম্পিউটারাইজড ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অনলাইন নেটওয়ার্কিং সেবার আওতায় আনয়ন ও ফান্ড কার্ড অটোমেশন কার্যক্রমের জন্য কম্পিউটার ল্যাব সংযোজন করা হয়েছে। উন্নত সাউন্ড সিস্টেমসহ সভা কক্ষের উন্নয়ন করা হয়েছে।
- ১০-২০ গ্রেডের মোট ৪২১ টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অডিটর পদে ৩৩ জন এবং ফটোকপি অপারেটর পদে ০৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ১-৯ গ্রেডের ১৪৬ জন কর্মচারীকে, ১০তম গ্রেডের ৮৫ জন কর্মচারীকে এবং ১১-১৬ গ্রেডের ১০৩৭ জন কর্মচারীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২.২৩.২ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- **চিকিৎসা ব্যবস্থা:** অত্র কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মচারীর জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ প্রাধিকারভুক্ত করা হয়েছে।
- **আর্থিক সাহায্য প্রদান:** সিজিডিএফ কার্যালয় থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ০৮ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পরিমাণে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

২.২৩.৩ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

- **ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন:** ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সকল কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষণ, পদোন্নতি, বদলী ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নথি/পত্র ট্র্যাকিং, ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে।
- **ওয়েব সাইট হালনাগাদ:** সিজিডিএফ অফিসের ওয়েবসাইটির কলেবর বর্তমানে বহুগুণ বর্ধিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ওয়েবসাইটে তথ্যাবলী আপডেট করা হয়েছে।
- **ই-মেইল ব্যবহার:** সিজিডিএফ অফিসের সঙ্গে অধীন বিভিন্ন এসএফসি/এফসি এবং এরিয়া এফসি অফিসের সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিজিডিএফ অফিসেও ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ওয়েব মেইল ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। এর ফলে সিজিডিএফ অফিসের সঙ্গে অধীন সকল অফিসের যোগাযোগ স্থাপন দ্রুততর হয়েছে।
- **IT প্রশিক্ষণ:** ২০১৪ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত অডিটর এবং জুনিয়র অডিটরগণকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সিজিডিএফ অফিসসহ অন্যান্য এসএফসি/এফসি/এরিয়া এফসি/এফপিও অফিসে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **হটলাইন চালু:** সামরিক বাহিনীর পেনশনারদের পেনশন সংক্রান্ত যে কোন জিজ্ঞাসা, বিলম্ব, জটিলতা ইত্যাদি অবহিত করার জন্য কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের আওতাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক/বেসামরিক সদস্যদের পেনশন প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে একটি করে পেনশন হটলাইন চালু করা হয়েছে।
- **অনলাইন এলপিসি:** বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত নাবিকগণের প্রেষণে র‍্যাব, কোষ্টগার্ড, জাতীয় সংসদ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বদলী বা প্রেষণ থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইনে এলপিসি বা শেষ বেতনপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।

২.২৩.৪ প্রকাশনা

- কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (বাংলাদেশ) কর্তৃক সামরিক বাহিনীসমূহকে ১৯৮২-১৯৯৯ সাল এবং ২০০০-২০১০ সাল সময়ের প্রদত্ত আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে মতামতের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।
- কন্ট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফাইন্যান্স (বাংলাদেশ) কর্তৃক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ১২৪টি প্রেরিত মতামতসমূহের সংকলন করা হয়েছে।
- সিনিয়র অর্থ নিয়ন্ত্রক (প্রতিরক্ষা ক্রয়) এর কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা ক্রয় গাইড লাইন শীর্ষক সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।
- সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (নেভী) কার্যালয়ের হালনাগাদ তথ্য সংবলিত পরিবর্ধিত আকারে (সংশোধিত) অফিস ম্যানুয়েল ০২/২০১৫ খ্রিঃ মাসে প্রকাশিত হয়েছে।

২.২৪ প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে মাত্র ১২ জন সকল পর্যায়ের কর্মচারী নিয়ে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় যাত্রা শুরু করে। সশস্ত্র বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতায় কর্মরত সকল পর্যায়ের প্রায় ২,০০০ বেসামরিক কর্মচারীর যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম এ দপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া এ কার্যালয় আন্তঃবাহিনী সংস্থা এবং প্রতিরক্ষা অর্থ বিভাগের জন্য অফিস যন্ত্রপাতি ও লেখসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিতরণের দায়িত্ব পালন করে। উল্লিখিত সংস্থাসমূহের ফরম, বিধি-বিধান সম্পর্কিত পুস্তকাদি এবং জেএসআইসহ অন্যান্য প্রকাশনা মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। এছাড়া এ কার্যালয় সেনাবাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের লেখসামগ্রী ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইন্ডেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২.২৪.১ অর্জনসমূহ

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সেনাবাহিনীর ৯ প্রকারের মোট ৬২১৬ টি অফিস যন্ত্রপাতি ও ২৪ প্রকারের লেখ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইন্ডেন্টর হিসেবে কাজ করেছে এবং এ বাবদ ৩,৮০,০০,০০০/- (তিন কোটি আশি লক্ষ) টাকার মঞ্জুরী প্রদান করেছে।
- সেনাবাহিনীর প্রায় ৫৩৮ প্রকারের ৩,৫৪,৩৭,৫৭৯ (তিন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত উনআশি) সংখ্যক সেনা ফরম মুদ্রণের তদারকির দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
- সেনা নির্দেশিকা ও জেএসআইসহ অন্যান্য আইনের পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- এ সময়ে সিজিডিএফ এবং ঢাকায় অবস্থিত অন্যান্য অর্থ নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জন্য লেখসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.২৪.২ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১-৯ গ্রেডের ০৯টি, ১০তম গ্রেডের ০৬টি, ১১-১৬ গ্রেডের ১২২টি এবং ১৭-২০ গ্রেডের ৪৬টিসহ মোট ১৮৩টি কর্মচারীর শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে;
- ১-৯ গ্রেডের ০৩টি, ১০তম গ্রেডের ০৩টি এবং ১১-১৬ গ্রেডের ১২টিসহ মোট ১৮টি পদে কর্মরত কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২.২৪.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০১ জন কর্মচারীকে ১,০০,০০০/- টাকার যৌথবীমার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ জন কর্মচারীকে ৬,১৬,০০০/- টাকার কল্যাণ ভাতার কার্ড প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০২ জন কর্মচারীকে ৫০,০০০/- টাকার দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ জন কর্মচারীকে ৪৪,৫০০/- টাকা চিকিৎসার চেক প্রাপ্তি/হস্তান্তর।
- প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বেসামরিক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল থেকে ০৫ জন কর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৫০,০০০/- টাকা অনুদান এবং ৬০ জন কর্মচারীকে ৪,৪৭,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান।

২.২৪.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে এ কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এছাড়া এ কার্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবসাইট খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.২৪.৫ আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সকল পর্যায়ের কর্মচারীর অংশগ্রহণের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পেশাগত ও সামাজিক কাজের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.২৪.৬ আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ কার্যালয় কর্তৃক 'সিভিলিয়ান এমপ্লয়ীজ ইন ডিফেন্স সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্ট্রোল এন্ড আপিল) রুলস, ১৯৬১', 'আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টাস সিভিলিয়ান অফিসার্স রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮২', 'সিভিলিয়ান পার্সোনেল ইন দি ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ইন্টেলিজেন্স এন্ড সিকিউরিটি) রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮৪' এবং 'আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়াটার্স সিভিলিয়ান পার্সোনেল (নন-গেজেটেড) রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ (এমেন্ডমেন্টস্ ইন ১৯৮৫)' বঙ্গানুবাদ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২৫ মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি

মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি হচ্ছে সেনাবাহিনীর একটি কোর এবং নিয়মিত বাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহ এবং প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যেমন: ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএস, আর্মি এভিয়েশন, বিওএফ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর প্রধান দায়িত্ব। জরুরি অবস্থায় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতেও এ বাহিনী সক্ষম। ১৯৭৮ সালের এমওডিসি (আর্মি)-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা হিসাবে পুনর্গঠন করা হয়।

২.২৫.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত অসামরিক ০৩টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পদোন্নতি প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক্র/নং	পদবী	প্রাধিকার	প্রাপ্ত	মোট শূন্য আসন	পদোন্নতির সংখ্যা	পদোন্নতির তারিখ	পদোন্নতির শতকরা হার
১।	সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার	০৯	০৮	০১	০১	০৩ ডিসেম্বর ২০১৪	১০০%
২।	ওয়ারেন্ট অফিসার	৩৩	২৯	০৪	০৪	২৪ মার্চ ২০১৫	১০০%
৩।	সার্জেন্ট	১১৭	১০৫	১২	১২	১০ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ২৭ মে ২০১৫	১০০%
৪।	কর্পোরাল	১১২	৯০	২২	২২	১০ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ২৭ মে ২০১৫	১০০%
৫।	ল্যান্স কর্পোরাল	৯৪	৫৭	৩৭	৩৭	১০ ডিসেম্বর ২০১৪ এবং ২৭ মে ২০১৫	১০০%

২.২৫.২ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যেমন: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ডিজিএফআই, ডিজিডিপি, ডিজিএমএল, আর্মি এভিয়েশন এবং বিওএফ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নিমিত্ত এমওডিসি'র মোট ১১৩১ জন বিভিন্ন পদবীর সৈনিককে পদায়ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন পদবীর ১৬৫ জন সৈনিককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.২৬ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সেবা দানকারী সংগঠনসমূহের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ অন্যান্য আন্তঃবাহিনী সংস্থার জন্য যুদ্ধ ও শান্তিকালীন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস) বিভিন্ন ধরনের ইমারত, সড়ক, ড্রেন, সেতু, কালভার্ট, ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড ও অন্যান্য পূর্ত কর্মের ডিজাইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য সরবরাহ কার্য সম্পাদন এবং যথাসময়ে তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস)-এর কর্মপরিধিভুক্ত।

২.২৬.১ ভৌত ও অবকাঠামোগত আধুনিকায়ন

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সশস্ত্রবাহিনীর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম এমইএস-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, গাজীপুর, যশোর, কুমিল্লা ও ঘাটাইল-এ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এবং কলেজ স্থাপন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মানকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)-এর অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি, সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ, বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স যশোরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, সিএমএইচ ঢাকা

সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়) এবং মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চলমান রয়েছে।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের আবাসিক ভবন

সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের একাডেমিক ভবন

সিএমএইচ, ঢাকা-এর এডমিন ব্লক

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স-এর ইউটিলিটি বিল্ডিং (নির্মাণাধীন)

সিএমএইচ, ঢাকা-এর আউট গেইট এন্ড গার্ড রুম

সিএমএইচ, ঢাকা-এর রাস্তা/ হার্ডষ্ট্যান্ডিং (নির্মাণাধীন)

২.২৬.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন

- **শূন্যপদ পূরণ:** ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৯৯ টি শূন্যপদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।
- **পদোন্নতি প্রদান:** ৫৭ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে এবং ৩৫ জন এনজি ষ্টাফকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রশিক্ষণ:** ২০ জনকে বেসিক টেকনিক্যাল কোর্স, ৫৪ জনকে টেকনিক্যাল ট্রেড ট্রেনিং, ২১ জনকে বেসিক ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ২০ জনকে অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স এবং ১১৭ জনকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স-এ প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

২.২৬.৩ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক নির্ধারিত হারে প্রদত্ত চাঁদায় গঠিত এমইএস কল্যাণ তহবিল থেকে নিম্নরূপ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে:
    - মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন সাহায্য-৪১ জনকে ৪৮,০০,০০০/- টাকা;
    - ক্যাজুয়েল হিসেবে চাকুরি সমাপ্ত করায় এককালীন সাহায্য-১৪ জনকে ১৮,৫০,৫৮০/- টাকা;
    - স্বাভাবিক অবসর গ্রহণকারীদের এককালীন সাহায্য-১০২ জনকে ৩৮,০৮,০২০/- টাকা;
    - মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের এককালীন বৃত্তি প্রদান-৯৪ জনকে ২,৯৬,৫০০/- টাকা।
- কর্মচারীদের মাসিক নির্ধারিত হারে প্রদত্ত চাঁদায় গঠিত এমইএস স্বাস্থ্যবীমা তহবিল থেকে দেশে চিকিৎসার জন্য ০৫ জনকে এককালীন সাহায্য ২,৭০,০০০/- টাকা এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য ০৬ জনকে এককালীন ১১,৫০,০০০/- টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

২.২৬.৪ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি

এমইএস এর একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। উক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত, এমইএস এ কর্মরত কর্মচারী এবং এমইএস তালিকাভুক্ত ঠিকাদারকে পরিচয়পত্র প্রদান এবং এমইএস ল্যাবের টেষ্টিং রিপোর্ট আদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

২.২৬.৫ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আওতাধীনে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এমইএস থেকে মোট ১১২ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীকে সুদান, কঙ্গো, মালি, আইভরিকোষ্ট এবং লাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৩.১ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী

দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি দ্রুত বিকাশমান দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে পরিচালিত করার অংশ হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি)র ১টি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৮টি, নৌবাহিনীর ১টি, বিমানবাহিনীর ১টি, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)র ১টি, সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি)'র ১টি এবং বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের(এসওবি)'র ২টিসহ মোট ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পে মোট ২৮৩৯১.৩৯ টাকা লক্ষ বরাদ্দ ছিল এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৮৮%। এছাড়াও, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

৩.২ বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি (বিএনএ) পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে ক্যাডেট, বিএনসিসি'র শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক বিল্ডিং, বিওকিউ, সুইমিং পুল, বোট পুল, ইউটিলিটি বিল্ডিং ও ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭০৫০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল আগস্ট ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর নির্মাণাধীন একাডেমিক ভবন

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর নির্মাণাধীন জেসিও'স মেস

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর নির্মাণাধীন গার্ডরুম ও ক্যাফেটেরিয়া

বিএনএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, পতেঙ্গা-এর নির্মাণাধীন সেইলর্স ব্যারাক

বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, যশোর: বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি (বিএএফএ) যশোর এ ক্যাডেট, বিএনসিসি'র শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় কমান্ড্যান্ট অফিস, ব্যানকুয়েট হল, ক্যাডেট ট্রেনিং উইং, একাডেমিক ট্রেনিং উইং, ফ্লাইং ট্রেনিং উইং, অডিটোরিয়াম, সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, হ্যাঙ্গার, টারমাক ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭২০২.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, যশোর-এর মুর‍্যাল

বিএএফএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, যশোর-এর ফ্লাইং ট্রেনিং উইং

মিরপুর সেনানিবাসে সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) সম্প্রসারণ: মিরপুর সেনানিবাসে ১৯৭৭ সালে ডিএসসিএসসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর দেশী এবং বিদেশী সামরিক কর্মকর্তাদের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮ তলা একাডেমিক ভবন এবং ১৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩৮৫৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এডিপিতে ২০৪৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রধান একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজ-এর মূলভবন

এস্টাবলিশমেন্ট অব ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এ্যাট ধামালকোট এরিয়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট: ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের মানসম্মত পরিবেশে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যাট ধামালকোট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট: ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজী মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষাসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত।

এস্টাবলিশমেন্ট অব বিওএফ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এ্যাট গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট: গাজীপুর সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের সন্তানদের মানসম্মত পরিবেশে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%।

বিওএফ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ (বাংলা মাধ্যম)

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যাট যশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর: যশোর সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদেরকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজী মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭২%।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যাট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, কুমিল্লা: কুমিল্লা সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদেরকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজী মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৯১.৯৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ২৬%।

এস্টাবলিশমেন্ট অব ইংলিশ ভার্সন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ আন্ডার ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যাট শহীদ সালাহউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল: শহীদ সালাহউদ্দিন সেনানিবাসে কর্মরত সামরিক-বেসামরিক সদস্যগণের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সাধারণ জনগণের ছেলে-মেয়েদেরকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইংরেজী মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ২০%।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ (ইংলিশ ভার্সন)

ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ (ইংলিশ ভার্সন)

সাভার সেনানিবাসে মিলিটারি পুলিশ সেন্টার ও স্কুল নির্মাণ: মিলিটারি পুলিশের নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ব্লকসহ অফিস বিল্ডিং, এসএম ব্যারাক, সিএমপি অফিসার্স মেস, জেসিও'স মেস, কোত বিল্ডিং, ইএন্ডএম বিল্ডিং, পাম্প হাউজ বিল্ডিং, ড্রিল ও বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, রাস্তা/ হার্ডস্ট্যান্ডিং, ড্রেন, বাহ্যিক পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫৬.০২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ২২%।

মিলিটারি ফার্ম আধুনিকায়ন: প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বিনামূল্যে/ স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত তাজা তরল দুধ ও স্বল্পমূল্যে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিতরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক মূল্যে গুঁড়াদুধ আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় সাভার, যশোর, লালমনিরহাট ও ঈশ্বরদী এলাকায় ডেইরী প্ল্যান্ট বিল্ডিং, ক্যাটল শেড (কাউ শেড, হাইপার শেড, কাফ শেড), ফিড স্টোর নির্মাণসহ মিল্ক ট্রান্সপোর্টার/ বাউজার, ফ্রিজার কন্টেইনার, ট্রাক্টর, ডেইরী প্ল্যান্ট, ক্যাটল ফিড ক্রয়, ক্যাটল ক্রয়, ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়/ সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৩৬৪.১২ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে নির্মাণ ও পূর্ত খাতে এমইএস অংশের জন্য ২৫৬২.৪৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির এমইএস অংশের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%।

লালমনিরহাট মিলিটারি ফার্ম

যশোর মিলিটারি ফার্ম

সিএমএইচ ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়): সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ দেশ/ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংযোজনের সুযোগ/ সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল মেডিকেল ষ্টোর, ইলেক্ট্রো মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রিপেয়ার সেল, সিগন্যাল, কমিউনিকেশন সেন্টার, হাসপাতাল এডমিন ব্লক, হাসপাতাল ক্লোদিং স্টোর, ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার, ইমারজেন্সি এন্ড বার্ণ ইউনিট, হাসপাতাল এমটি সেকশন, মর্ডাণ আইসিইউ, গেইট, গার্ডরুম নির্মাণসহ আসবাবপত্র সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। এ যাবৎ প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%।

ট্রমা সেন্টার এন্ড বার্ণ ইউনিট (সিএমএইচ ঢাকা)

মর্ডাণ আইসিইউ (সিএমএইচ ঢাকা)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর "সিলেটস্থ নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস, ফেণীস্থ পাইলট বেলুন পর্যবেক্ষণাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও ফেনিতে নতুন ২টি অফিস ভবন, সিলেটে ১টি ইন্সপেকশন বাংলো, যন্ত্রপাতি বেষ্টনী এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অটোমেটিক ওয়েদার সিস্টেমসহ ডিজিটাল ও কনভেনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও সিলেটে আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।

ইন্সপেকশন বাংলো নির্ভরশীল আবহাওয়া অফিস, সিলেট

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এর কারটোগ্রাফিক ক্যাপাবিলিটি উন্নয়ন: বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর (এসওবি) বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় ম্যাপিং সংস্থা। উক্ত সংস্থার ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান এনালগ ম্যাপসমূহ ডিজিটাল ম্যাপে রূপান্তর করার লক্ষ্যে 'Strengthening the Digital Cartographic Capability of Survey of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৪০.০০ লক্ষ টাকা।২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর এর ডিজিটাল ম্যাপিং পদ্ধতির উন্নয়ন: বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকার মিরপুরের ধামালকোটে জরিপ অধিদপ্তরের নিজস্ব জায়গায় একটি ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার স্থাপন, বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরের (চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট) তথ্য সমৃদ্ধ ১:৫,০০০ স্কেলের ২৬৩টি ডিজিটাল টপোগ্রাফিক ম্যাপ, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ১:২৫,০০০ স্কেলের ৯৮৮টি ম্যাপ ও সকল ম্যাপ শীটের ডিজিটাল ডাটাবেস প্রণয়ন এবং জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল টপোগ্রাফিক মানচিত্র প্রণয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৫২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এডিপিতে ১৫১৬.০০ (পনের কোটি ষোল লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল এবং উক্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৬৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। ২০১৪-২০১৫ মাঠ-মৌসূমে ১:২৫,০০০ স্কেলের ৩২৭ টি ম্যাপ শীট ভেরিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

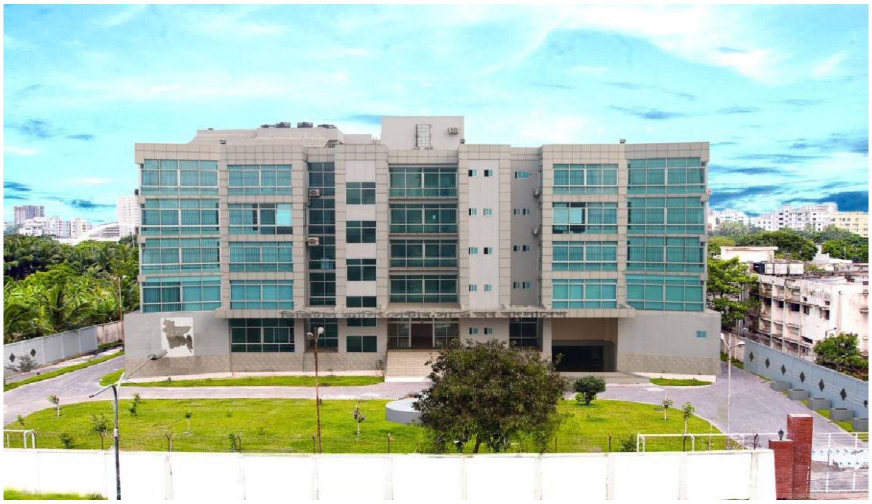

ধামালকোটে নবস্থাপিত ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার

৩.৩ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ, ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমি (বিএমএ) ভাটিয়ারীতে Cadet, Trainee Officers, Professors & Teachers under Bangladesh National Cadet Corps, Bangladesh Civil Service (BCS) Officers এবং অন্যদের সরাসরি ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ৬৭,০৪২.৯৮ বর্গমিটার আয়তনের দু'টি উইং সংবলিত একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩,০০০ আসন বিশিষ্ট লাউনঞ্জি সুবিধাসহ একটি ব্যাংকুয়েট হল ও একাডেমিক ভবন (ক্লাস রুম, সেন্ট্রাল লেকচার হল, মডেল রুম, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, আইটি ল্যাব, প্রশাসনিক ভবন ও ল্যাবরেটরি) সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৮৫৭.৪৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবায়িত হওয়ায় কমপ্লেক্সটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং বিদেশি প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স (১০ তলা)

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এর আধুনিকায়ন: বর্তমানে বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৈনন্দিন বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিউমেরিক্যাল ওয়েদার প্রেডিকশন সিস্টেম মডেল সমীকরণের মাধ্যমে ১০ দিনেরও অধিক সময় পূর্বে আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব। বর্তমানে 'Establishment of Numerical Weather Prediction System (2nd Phase)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আবহাওয়া অধিদপ্তরে স্থিত ৩২টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার আধুনিকায়নসহ রাডার স্টেশনগুলোর সংগে সম্পৃক্ত করতঃ প্রাপ্ত সকল তথ্য NWP পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে স্থান ও সময়ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস প্রদান উপযোগী করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।

অধ্যায় ৪

৪.০ উপসংহার

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মুক্তি, জাতীয় অগ্রগতি আর সমৃদ্ধি অর্জনের মূল ভিত্তি হচ্ছে সে রাষ্ট্রের সুসংহত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত, আধুনিক ও সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত মানের উৎকর্ষতা সাধনের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি ও অগ্রগতির সহায়ক শক্তি হিসাবে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আজ সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামরিক বাহিনী হিসাবে সুপরিচিত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখি ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক এই উভয় ক্ষেত্রকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত কার্যক্রমকে রূপদানের লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় বিগত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ সংকলনে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ একটি সমন্বিত চলমান এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত ও বাস্তবানুগ কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং একটি সুস্থিত, সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার স্বার্থে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার স্বীয় ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।